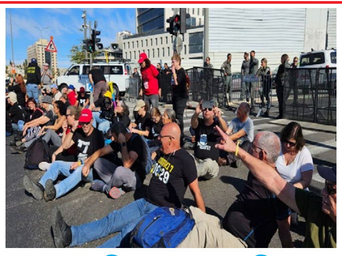

নেতানিয়াহুর অফিস ঘেরাও করল বিক্ষোভকারীরা

সারে-জমিন

মুড়িগঙ্গা নদীতে জেগে উঠছে চর, চলছে ড্রেজিং

রূপসী বাংলা

শ্রেণি বঞ্চনা ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার নীরব বৈশিষ্ট্য

সম্পাদকীয়

ট্যাবের টাকা লোপাটের অভিযোগে গ্রেফতার শিক্ষক

সাধারণ

মালয়েশিয়ার সঙ্গে ভারতের প্রীতি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে আজ

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

সোমবার
১৮ নভেম্বর, ২০২৪
৩ অগ্রহায়ন ১৪৩১
১৫ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 311 ■ Daily APONZONE ■ 18 November 2024 ■ Monday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

মণিপুরে বিজেপি জোট ছেড়ে দিল এনপিপি

আপনজন ডেস্ক: রবিবার ন্যাশনাল পিপলস পার্টি হিংসা কবলিত মণিপুরে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের উপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছে এবং দাবি করেছে, এন বীরেন সিং সরকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যটিতে সঙ্কট সমাধান এবং স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। ৬০ সদস্যের মণিপুর বিধানসভায় এনপিপির ৭ জন বিধায়ক রয়েছেন। বিজেপি সভাপতি জে পি নাড্ডাকে লেখা চিঠিতে এনপিপি বলেছে, গত কয়েকদিনে মণিপুরের পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। অনেক নিরীহ প্রাণ হারিয়েছেন ও রাজ্যের মানুষ প্রচণ্ড দুর্ভোগের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। দৃঢ়ভাবে অনুভব করি বীরেন সিংয়ের নেতৃত্বে মণিপুর রাজ্য সরকার সঙ্কট সমাধান করতে এবং স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। চিঠিতে বলা হয়েছে, বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে এনপিপি বীরেন সিং সরকারের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

পুলিশের হস্তক্ষেপে রুখল দাঙ্গা, গ্রেফতার ১৭, বন্ধ ইন্টারনেট পরিষেবা

মণ্ডপের ডিসপ্লে বোর্ডে ধর্ম অবমাননাকে ঘিরে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বেলডাঙায়

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গায় কার্তিক পূজা প্যান্ডেলের কাছে একটি অস্থায়ী গেটে ডিজিটাল বোর্ডে প্রদর্শিত একটি আপত্তিকর বার্তাকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এই ঘটনাযর সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ১৭জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে। সংঘর্ষ এড়াতে এলাকায় ইন্টারনেট পরিষেবা স্থগিত করা হয়েছে। দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষের ফলে বেশ কয়েকজন আহত হয়। দোকানপাট ও বাড়িঘর ভাঙচুর করা হয় বলেও অভিযোগ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে লাঠি চার্জ করে। অশান্তির সময় পুলিশের একটি গাড়িতেও হামলা চালানো হয়।

স্থানীয় সূত্র জানিয়েছে শনিবার গভীর রাতে বেলডাঙায় কার্তিক পুজো মণ্ডপের গেটের সামনে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডে ইসলাম ধর্মকে অবমাননা করে এক বার্তা ভেসে উঠতে দেখা যায়। ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডে আল্লাহ সম্পর্কে আপত্তিকর বার্তা প্রদর্শিত হওয়ার একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হলে তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ততক্ষণে কার্তিক পুজোর মণ্ডপে আল্লাহর নামে আপত্তিকর বার্তা প্রদর্শিত হওয়ার অভিযোগ তুলে জড়ো হয় একদল জনতা। তখনই পুজো কমিটির লোকজনের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়ে বিক্ষুব্ধ

জনতা। সেই বচসা ক্রমে সংঘর্ষের রূপ নেয়। একজন পুলিশ কর্মকর্তা এক সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, শীঘ্রই অন্য একটি দল সেখানে জড়ো হয় এবং উভয় পক্ষই একে অপরের দিকে পাথর নিক্ষেপ করে। পরে বেশ কয়েকটি দোকান ও বাড়িঘরে ভাঙচুরের পাশাপাশি ককটেল বোমা ব্যবহার করে সংঘর্ষ শুরু হয়। এর মধ্যে পুলিশের একটি গাড়িতেও হামলা চালানো হয়, যার ফলে তারা জনতার বিরুদ্ধে লাঠিচার্জ শুরু করে। তবে ভোরের দিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হলেও এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। দোকানপাট তখনও বন্ধ ছিল এবং পুলিশ ও র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্সের সদস্যরা বিভিন্ন পকেটে টহল দিতে থাকেন। রাজ্য প্রশাসনের দ্রুত হস্তক্ষেপ ও রাজ্য পুলিশের বিশেষ তৎপরতায় দাঙ্গার হাত থেকে রেহাই পায় বেলডাঙা। তবে, বেলডাঙাজুড়ে ব্যাপক উত্তেজনা বিরাজমান।

এক প্রবীণ পুলিশ আধিকারিক সংবাদ মাধ্যমকে জানান, বেলডাঙা এবং কাজি সাহা ও বেগুরবানের আশেপাশের এলাকায় ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার (বিএনএসএস) ১৬৩ ধারার অধীনে নিষেধাজ্ঞামূলক আদেশ জারি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ৫ জনের বেশি জমায়েতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে পুলিশ।

শিয়ালদহ থেকে লালগোলা যাওয়ার পথে ভাগীরথী এক্সপ্রেস বেলডাঙা স্টেশনের কাছে সংঘর্ষের জেরে কয়েক ঘণ্টা দেরিতে চলে। রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম জানান, সরকার কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে আমরা এমন কোনও ষড়যন্ত্র বরদাস্ত করব না, যা আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধে আঘাত করে। এই সংকটের মধ্যে বিজেপি ‘বিভাজনমূলক, সাম্প্রদায়িক’ রাজনীতি করছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। তিনি বলেন, বাংলায় সাম্প্রদায়িকতার কোনও জায়গা নেই। যে কোনও মূল্যে বাংলায়

ছবি সৌজন্য: এক্স

রোখা হবে সাম্প্রদায়িকতা। এই ঘটনা প্রসঙ্গে রাজ্য পুলিশের তরফে জানানো হয়, জেলার কোথাও কোনও প্রাণহানি হয়নি। ছয়জন আহত হয়েছেন এবং তাদের উপযুক্ত চিকিৎসা হচ্ছে। যারা আহত হয়েছেন, তাঁদের সকলের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল আছে। (পুরো পরিস্থিতির উপরে) পুলিশ কড়া নজর রেখেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় যে তথ্য এবং পরিসংখ্যান ছড়ানো হচ্ছে, তাতে দয়া করে কান না দেওয়ার আর্জি জানানো হয় পুলিশের তরফ থেকে। সেই সঙ্গে জানিয়ে দেওয়া হয়, যারা আইন ভেঙেছে এবং যারা গুজব ছড়াচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপ করা হবে।

পুলিশ আরও জানিয়েছে, রবিবার পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের তরফে বলা হয়েছে, ‘মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় গত রাতে যে ঘটনা ঘটেছে, তা নিয়ে কয়েকটি অংশের তরফে ভুয়ো তথ্য এবং গুজব ছড়ানোর যে বিদ্বেষপূর্ণ প্রচেষ্টা চলছে, সেটা নিন্দনীয়। (শনিবার রাতে) বেলডাঙায় দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছিল। যে পুজো মণ্ডপ ঘিরে এই সংঘর্ষ সেখানকার কার্তিক পুজো কমিটির সভাপতি এবং সম্পাদককে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। ১৭ জনকে গ্রেফতার করে ভাঙচুর এবং হিংসার ঘটনায় পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ করেছে।

বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ সুকান্ত মজুমদার সোশ্যাল মিডিয়া সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করে পরিস্থিতিকে উস্কে দেন বলে অভিযোগ। অন্যদিকে, রবিবার বেলডাঙায় কার্তিক পুজোর শোভাযাত্রায় যোগ দিতে আসেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। তাকে অবশ্য পুলিশ সেখানে ঢুকতে দেয়নি শান্তি শৃঙ্খলা বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কায়।

অন্যদিকে আহতদের স্বাস্থ্যের খবর দিতে হাসপাতালে আসেন প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি তথা বহরমপুরের প্রাক্তন সাংসদ অধীর চৌধুরী। তিনি বলেন, সঠিক পদক্ষেপ করেছে প্রশাসন। আমরা সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করছি। ঐক্য বজায় রাখার জন্য আমি সকলের কাছে আর্জি জানাচ্ছি। তৃণমূল মুখপাত্র তন্ময় ঘোষ সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, প্রশাসন ব্যবস্থা নিচ্ছে, আস্থা রাখুন। শান্ত বাংলাকে অশান্ত করার সব চক্রান্ত রুখে দেবে মানুষ।

বিজেপি-আরএসএস বিষধর সাপের মতো বিপজ্জনক: খাড়গে

আপনজন ডেস্ক: কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে রবিবার বিজেপি এবং আরএসএসকে বিষধর সাপের সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং তাদের ভারতে “রাজনৈতিকভাবে সবচেয়ে বিপজ্জনক” বলে অভিহিত করেছেন। মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার শেষ হওয়ার আগের দিন সাঙ্গলিতে এক জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে খাড়গে তাঁর ভাষণে ‘বিষধর সাপ হত্যার’ উপমা ব্যবহার করেন। তিনি বলেন, রাজনৈতিকভাবে যদি কিছু থেকে থাকে, তাহলে ভারতে সবচেয়ে বিপজ্জনক হল বিজেপি ও আরএসএস। এগুলো বিষের মতো। সাপে কামড়ালে যে ব্যক্তি (যাকে কামড়ায়) মারা যায়, এমন বিষাক্ত সাপকে মেরে ফেলা উচিত। মেডিক্যাল কলেজে অগ্নিকাণ্ডে ১০ সদ্যোজাতের মৃত্যু নিয়ে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে নিশানা করেন তিনি। কংগ্রেসের বিদ্রোহী তথা সাঙ্গলির নির্দল সাংসদ বিশাল পাটিলের নাম না করেই খাড়গে তাঁর বিরুদ্ধে দলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা এবং ২০ নভেম্বরের বিধানসভা নির্বাচনে নির্দল প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা শ্যালিকাকে সমর্থন করার অভিযোগ এনেছেন।

বিজেপিকে কটাক্ষ করে খাড়গে বলেন, মহারাষ্ট্র ভোটে প্রচারে আসা নেতাদের সংখ্যা গেরুয়া শিবিরের প্রার্থীর সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেছে। তিনি বলেন, “প্রধানমন্ত্রী,

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (অমিত শাহ) এবং অন্যান্য নেতারা এখানে এসেছেন। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও এখানে ছিলেন। উত্তরপ্রদেশের ঝাঁসির একটি হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডে ১০ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। তা সত্ত্বেও মহারাষ্ট্রে তার জনসভা থেমে থাকেনি। রাজ্যস্তরের ভোটে জনসভা করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে কটাক্ষ করেন খাড়গে।

এটা বিধানসভার নির্বাচন, দেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করার জন্য নয়, উল্লেখ করে তিনি বলেন, তার (মোদির) ‘কর্তৃত্বের তৃষ্ণা’ অতৃপ্ত। যুদ্ধবিধ্বস্ত মণিপুরে না গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিদেশ সফরে যাওয়ায় তার সমালোচনা করেন তিনি। তিনি বলেন, গতকাল পর্যন্ত মোদী এখানে ছিলেন। আজ তিনি বিদেশে। মণিপুর জ্বলছে, মানুষ মরছে, আদিবাসী মহিলাদের অসম্মান করা হচ্ছে, মহিলাদের ধর্ষণ করা হচ্ছে, কিন্তু মোদি কখনও মণিপুরে যাননি। তিনি বিদেশ সফরে আছেন। আমি ওকে আগে বলতে চাই নিজের বাড়ির খেয়াল রাখতে। আগে দেশকে শক্তিশালী করুন। পরে যে কোনও জায়গায় যান।

প্রথম নজর

কালভার্ট তৈরির দাবিতে পথ অবরোধ খাতড়ায়

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: কালভার্ট তৈরীর দাবিতে পথ অবরোধ করলেন খাতড়া কংসাবতী রোড এলাকার বাসিন্দারা। রবিবার সকাল থেকে এই অবরোধে ব্যস্ততম ওই এলাকায় সাময়িক যানযটের সৃষ্টি হয়, সমস্যায় পড়েন অসংখ্য মানুষ। অবরোধকারীদের দাবি, শহরের কংসাবতী রোড এলাকায় নিকাশী নালা তৈরীর কাজ শুরু হয়েছে, কিন্তু প্রয়োজনীয় দু'টি কালভার্ট তৈরীর কোন উদ্যোগ নেই। সামান্য বৃষ্টিতেই ওই নিকাশী নালার জল রাস্তায় উঠে আসে। ফলে যাতায়াতে খুব সমস্যা হয়। অবিলম্বে প্রস্তাবিত কালভার্ট দু'টি তৈরীর দাবিতে তারা পথ অবরোধ করেছেন বলে জানান। পরে খবর পেয়ে অবরোধস্থলে আসে খাতড়া থানার পুলিশ। পুলিশ-অবরোধকারী দ্বিপাক্ষিক আলোচনা শেষে অবরোধ তুলে নেওয়া হয় বলে জানা গেছে।

ময়ূরেশ্বরে গেরুয়া ছেড়ে তৃণমূলে ৮০টি পরিবার

আজিম শেখ ● ময়ূরেশ্বর

আপনজন: জেল বন্দি অনুব্রত জেলায় ফেরার পরেই আবারো বিরোধী শিবিরে একবার ভাঙ্গন দেখা গেল ময়ূরেশ্বরে। রবিবার সন্ধ্যা ৭ টা নাগাদ ময়ূরেশ্বর এক নম্বর ব্লকের অন্তর্গত বাজিতপুর অঞ্চলের রাতগড়া গ্রামে প্রায় ৮০টি পরিবারের সদস্য বিজেপি ছেড়ে ময়ূরেশ্বরের বিধায়ক অভিজিৎ রায়ের হাত ধরে তৃণমূলের দলীয় পতাকা তুলে দেওয়া হলো সদ্য বিজেপি থেকে আসা সদস্যদের হাতে ঠিক এমনটাই দাবি করছেন তৃণমূল নেতৃত্বরা। রবিবার সন্ধ্যা ৭ টা নাগাদ বাজিতপুর অঞ্চলের রাতগরা গ্রামে আনুষ্ঠানিকভাবে এই যোগদান পর্ব চলে বলে জানা যায়। আজকের এই যোগদান কর্মসূচিতে ময়ূরেশ্বর বিধানসভার বিধায়ক অভিজিৎ রায়ের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সূর্য কুমার মন্ডল সহ স্থানীয় একাধিক তৃণমূল নেতৃত্বরা ।

এমএসকে, হাই মাদ্রাসা ও সিনিয়র মাদ্রাসার শিক্ষকদের নিয়ে সভা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ডা. হারবার

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন এর দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা শাখার উদ্যোগে নেতৃস্থানীয় বিভিন্ন এম.এস. কে, হাই মাদ্রাসা ও সিনিয়র মাদ্রাসার শিক্ষকদের নিয়ে ডায়মন্ড হারবারে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সিলেবাস, শিক্ষকদের লেট অ্যাপ্রুভাল জনিত এরিয়ার, দেরিতে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত এরিয়ার ও আঠারো বছরের বেনিফিট যথা সময়ে যাতে শিক্ষকরা পান তার জন্য সংশ্লিষ্ঠ দফতরে শীঘ্রই দরবার জানানোর সিধান্ত নেওয়া হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে। বেশ কিছু সংখ্যক আরবি বিষয়ের শিক্ষক এর প্রশিক্ষণ না থাকায় এবং ওডিএল পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ না নেওয়ার জন্য বর্তমান কর্ম জীবন এবং অবসরের পরে তাদের যাতে কোনো রুপ সমস্যা না হয় তার জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের আধিকারিকদের মানবিক দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মাদ্রাসা শিক্ষক নেতা আবু সুফিয়ান পাইক। এম .এস . কে . গুলিকে পর্ষদের আওতায় আনা, পরিদর্শনকৃত আন এডেড মাদ্রাসা গুলিকে স্বচ্ছ রিপোর্ট এর ভিত্তিতে যাতে অনুমোদন দেওয়া হয় সেই বিষয়ে পুনরায় মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে বলেও জানিয়েছেন তৃণমূল মাদ্রাসা শিক্ষক সংগঠনের উপস্থিত সভ্যগণ। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন চম্পক নাগ, রেজাউল ইসলাম খান, মুজিবুল্লাহ মাঝারি, সুদাম হালদার, মোঃ শাহাবউদ্দিন, খলিলুল্লাহ বৈদ্য, আলমগীর সরদার, পার্থ প্রামাণিক, রফিকুল ইসলাম মল্লিক প্রমূখ শিক্ষক।

জল নিকাশি কালভার্ট ভেঙে পড়ায় বিচ্ছিন্ন গ্রাম

হাসান লস্কর ● কুলতলি

আপনজন: দীর্ঘদিন যাবত অকেজো অবস্থায় থাকা জল নিকাশি কালভার্টটি ভেঙে পড়তে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল গ্রাম। এই অ্যালার্টের উপর দিয়ে প্রতিদিন কয়েক শত পরিবার যাতায়াত । আজ স্থানীয় গাড়ি চালক মালপত্র নিয়ে পার হওয়ার মুহূর্তেই ভেঙে পড়ে ক্যালভার্টের উপরের ছাউনি জলে পড়ে। এর ফলে গ্রামটি বিচ্ছিন্ন হয়েও পড়ে। কালভার্টের অপরদিকে থাকা মানুষজন তাদের হাট-বাজার স্কুল পাঠশালা ও নিত্য নৈমিত্তিক কাজে যাওয়ারও খুবই সমস্যা হচ্ছে।

বিষয়টি তারা স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত ও ব্লক উন্নয়ন আধিকারী সুচন্দন বৈদ্যকে জানায়। আধিকারিক এর কথায় রবিবার থাকায় সরকারি ছুটি, সরকারি কোনো কাজ না হওয়ায় সমস্যায় কয়েক শত পরিবার।এই মুহূর্তে কালভার্টের জন্য পৃথক হয়ে পড়েছে,দ্বি-খন্ড হয়ে যায়। চলাচলের একমাত্রই মাধ্যম এই ক্যালভাট এর উপর দিয়ে কুলতলির জালাবেড়িয়া এক নম্বর অঞ্চলের পাখিরালা গ্রাম। এলাকাবাসীদের এখানে থাকা রেশন দোকানে যেতে হয়।স্কুল পড়ুয়ারা ও এলাকার চাষী - খেত মজুর তাদের কৃষিজাত দ্রব্য নিয়ে এই কালভার্টের উপর দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। এই মুহূর্তে তারা সমস্যায় পড়েছেন। তাদের দাবি দ্রুত সারাইয়ের দাবি জানান জাহাঙ্গীর লস্কর আবুল কালাম মন্ডল আবু সিদ্দিকরা। স্থানীয় প্রধান অসীম হালদার গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য ফাতেমা শেখ জানান, আমরা চেষ্টা করছি দ্রুত তার সাথে কাজ করা যায় কিনা। ব্লক উন্নয়ন আধিকারী সুচন্দন বৈদ্য তিনি জানান বিষয়টি স্থানীয় মানুষজন আমাকে জানান। সোমবার অফিসে এসে ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও জানান।

মুড়িগঙ্গা নদীতে জেগে উঠছে চর, যুদ্ধকালীন গতিতে চলছে ড্রেজিং

আসিফা লস্কর ● গঙ্গাসাগর

আপনজন: অপেক্ষা আর মাত্র কয়েকটি মাসের কয়েক মাস পরে জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে শুরু হতে চলেছে গঙ্গাসাগর মেলা ২০২৫। গঙ্গাসাগর মেলাতে মাথায় রেখে দফায় দফায় চলছে প্রশাসনিক কর্তাদের বৈঠক। গঙ্গাসাগর মেলাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রশাসনিক বৈঠক চলছে কম বেশি প্রতিটি সপ্তাহে। কিভাবে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে গঙ্গাসাগর মেলাতে সুষ্ঠুভাবে ও নিরাপদ ভাবে সুসম্পন্ন করা যায় সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য দেয়া হয়েছে। প্রতিবছরই গঙ্গাসাগর মেলার আগে ভেসেল পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে মুড়িগঙ্গা নদীতে চলে ড্রেজিং এর কাজ। সেই কাজও ইতিমধ্যেই শুরু করা হয়েছে। মুড়িগঙ্গা নদী অতিরিক্ত কলি এবছর জেলা প্রশাসনের কপালে ফেলেছে চিন্তার ভাঁজ। মুড়িগঙ্গা নদীতে অতিরিক্ত পলি জমায় দুর্ভোগ চরমে উঠেছে সাগরদ্বীপের এলাকাবাসীদের। প্রতিদিন ভাটার সময় গড়ে ৫ থেকে ৬ ঘন্টা বন্ধ রাখতে হচ্ছে ভেসেল পরিষেবা। দিনের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বেশীরভাগ সময় ভেসেল পরিষেবা বন্ধ থাকায় প্রতিদিন ঘন্টার পর ঘন্টা জেটিঘাটে অপেক্ষা করতে হচ্ছে পুণ্যার্থী থেকে সাগরদ্বীপের বাসিন্দাদের। নিরুপায় হয়ে লট নং আট থেকে প্রায় এক কিলোমিটার নদীর বাঁধ ও পলি-কাদা মাড়িয়ে মাঝ নদীতে গিয়ে ট্রলার কিংবা ইঞ্জিন চালিত বোট ধরে পারাপার হতে হচ্ছে। ইঞ্জিন চালিত বোটে পারাপার বিপদ জেনেও মানুষ সময় বাঁচাতে বেঝে নিচ্ছে ঝুঁকির পারাপার। বছরের ১১ মাস এই ছবি ধরা পড়বে কাকদ্বীপের লট নং আট থেকে সাগরের কচুবেড়িয়ার মধ্যে। সাগরমেলার জন্য প্রতিবছর নদীতে সাময়িক ড্রেজিং করা হয়। মাসখানেক স্বাভাবিক থাকে ভেসেল পরিষেবা, পরে একই দুর্ভোগ চলতে থাকে। চলতি বছরে সাগরমেলার জন্য ড্রেজিংয়ের সরঞ্জাম এসে গেলেও কাজ শুরু হয়নি এখনও। এই দুর্ভোগ কমাতে সাগরদ্বীপের বাসিন্দাদের দাবি মুড়িগঙ্গা নদীর ওপর কংক্রিটের সেতু। কেন্দ্র-রাজ্য টানাপোড়েনের পর অবশেষে সেতু তৈরীর ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে সেতুর জন্য জমি চিহ্নিতকরণ ও সমীক্ষার কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু সাগরদ্বীপের বাসিন্দাদের দাবি কবে বাস্তবে রুপ নেবে সেই সেতু সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে সাগরদ্বীপের বাসিন্দারা। উত্তম মন্ডল নামে এক নিত্যযাত্রী তিনি জানান, মুড়িগঙ্গা নদীতে চড় পড়ে যাওয়ার কারণে আমাদের এমন চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়। বিপদ যেন ঝুঁকিপূর্ণ যাতায়াত করতে হয় আমাদের। প্রায় এক থেকে দেড় কিলোমিটার কাদা ঘেঁটে আমাদের ইঞ্জিন চালিত বোটে উঠতে হয় ঝুঁকিপূর্ণ পারাপার করতে হয়। প্রতিদিনই মুড়িগঙ্গা নদীতে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল না থাকার কারণে পাঁচ থেকে ছয় ঘন্টা বন্ধ থাকে ভেসেল পরিষেবা। এর ফলে সঠিক সময় আমরা গন্তব্যে পৌঁছাতে পারিনা। সব থেকে বেশি সমস্যার মধ্যে পড়ে বয়স্ক থেকে শুরু করে রোগীরা। কাদার মধ্যে তাদেরকে চলাচল করতে সমস্যা হয়। রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুড়িগঙ্গা নদীর উপর ব্রিজ তৈরি অনুমোদন দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু কবে এই সমস্যা মিটবে তা আমরা জানিনা। রাজ্যের সেচ দপ্তরের মন্ত্রী মানস ভূঁইয়া বলেন, গঙ্গাসাগর মেলাতে মাথায় রেখে আমরা ইতিমধ্যেই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মুড়িগঙ্গা নদীতে পলি সরানোর কাজ শুরু করে দিয়েছি। ড্রেজিং এর মাধ্যমে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ড্রেজিং এর কাজ চলছে। প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই আমরা করতে পারি না পলি জমছে বলে ড্রেজিং এর কাজ করা হচ্ছে। রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রয়েছে খুব দ্রুতই ব্রিজ তৈরি হবে মানুষ এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে।

২৮ বছর পর পুলিশের মাধ্যমে নিজ পরিবার খুঁজে পেল মানসিক প্রতিবন্ধী

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: দীর্ঘ ২৮ বছর পর পুলিশের তৎপরতায় নিজের পরিবার খুঁজে পেল মানসিক ভারসাম্যহীন এক ব্যক্তি, খোঁজ পেতেই ওই ব্যক্তিকে অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে উদ্ধার করে বাঁকুড়ার নিজের কোতুলপুরের বাড়িতে ফেরাল পরিবার । দীর্ঘ ২৮ বছর আগে তিনি ছিলেন ২৪ বছরের তরতাজা যুবক। সে সময়ই কোনোভাবে হারিয়ে যান তিনি। তারপর দীর্ঘ ২৮ বছর তার আর কোনো খোঁজই ছিল না। দীর্ঘ ২৮ বছর পর সেই যুবক এখন প্রৌঢ়ত্বের দরজায় এসে খুঁজে পেলেন নিজের বাড়ি। কোতুলপুর থানার পুলিশ ও পরিবারের সহায়তায় অন্ধ্রপ্রদেশের একটি মানসিক হাসপাতাল থেকে নিজের কোতুলপুরের বাড়িতে ফিরলেন তিনি।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে বাঁকুড়ার কোতুলপুর থানার মদনমোহনপুর গ্রামে বাবা, মা ও তিন ভাই বোনের মাঝেই বড় হয়েছিলেন বিশ্বজিৎ পাইন। যখন তাঁর ২৪ বছর বয়স তখন তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। সেই সময় বর্ধমান শহরের এক চিকিৎসকের কাছে তাঁর চিকিৎসার জন্য যায় পরিবার। কিন্তু বর্ধমান থেকে আচমকাই নিখোঁজ হয়ে যান বিশ্বজিৎ। সে সময় পরিবারের সদস্যরা সর্বত্র খোঁজ করেও বিশ্বজিতের কোনো খোঁজ না পাওয়ায় তাঁরা কার্যত হতাশ হয়ে একসময় হাল ছেড়ে দেন। তারপর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরেও বিশ্বজিৎ ফিরে না আসায় পরিবারের লোকজন ভেবেছিলেন বিশ্বজিৎ মারা গেছেন। সম্প্রতি অন্ধ্রপ্রদেশের এক মানসিক হাসপাতালের চিকিৎসক কোতুলপুর থানায় ফোন করে জানান বিশ্বজিৎ তাঁর চিকিৎসাধীন রয়েছেন। চিকিৎসাধীন বিশ্বজিৎই ওই চিকিৎসককে নিজের ঠিকানা দিয়েছেন। এরপরই বিশ্বজিতকে ফেরানোর তোড়জোড় শুরু হয়। মদনমোহনপুরে থাকা বিশ্বজিতের দাদা প্রথমে বিশ্বজিৎকে চিনতে না পারলেও পরে চিনতে পেরে ভাইকে ফেরাতে রওনা দেন অন্ধ্রপ্রদেশে। সেখান থেকে আজ বিশ্বজিৎকে নিয়ে কোতুলপুরে ফেরেন তাঁর পরিবারের লোকজন। দীর্ঘ ২৮ বছর পর নিখোঁজ ব্যক্তি বাড়ি ফিরে আসায় খুশি গোটা পরিবার।

মেচেদায় মানবাধিকার নিয়ে কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মেচেদা

আপনজন: ১৬ ও ১৭নভেম্বর পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মেছেদায় মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস-এর উদ্যোগে রাজ্য কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। মূলত দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে শতাধিক প্রতিনিধিরা 'মানবাধিকার ও নতুন ফৌজদারি আইন' বিষয়ক দুই দিনব্যাপী কর্মশালাতে অংশগ্রহণ করেন। সিপিডিআরএস পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক রাজকুমার বসাক, সভাপতি সৌম্য সেন,সহ সভাপতি গৌরাঙ্গ দেবনাথ,নভেন্দু পাল সহ উপস্থিত রাজ্য নেতৃত্ব কর্মশালা বিষয় ভিত্তিক আলোচনা করেন। পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন সংগঠনিক জেলার কার্যকলাপ সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রতিনিধিরা পেশ করেন। এছাড়াও সংগঠনের অন্যতম উপদেষ্টা ও কর্মশালার মুখ্য বক্তা সান্টু গুপ্ত মানবাধিকার আন্দোলন সংক্রান্ত বিষয়ে সামগ্রিক আলোচনা করেন। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক রাজকুমার বসাক জানান দেশজুড়ে দুর্বার মানবাধিকার আন্দোলন গড়ে তুলতে সিপিডিআরএস-এর উদ্যোগে আগামী ডিসেম্বর মাসে দিল্লিতে সর্বভারতীয় মানবাধিকার কনভেনশন অনুষ্ঠিত হবে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

৩০০ মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবা দিনহাটায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● দিনহাটা

আপনজন: দিনহাটা হেল্পিং হ্যান্ডস-এর উদ্যোগে শনিবার সাহেবগঞ্জ শচীনন্দন মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে রক্তদান ও বিনামূল্যের স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শিবিরে প্রায় ৩০০ জন রোগীর স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া হয়। রক্তদান শিবির থেকে সংগ্রহ করা হয় ২৬ ইউনিট রক্ত। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, থ্যালাসেমিয়া রোগীদের চিকিৎসায় ব্যবহার করা হবে এই রক্ত। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন দিনহাটা হেল্পিং হ্যান্ডসের কর্ণধার ও সমাজসেবী জিয়ারুল রহমান, দিনহাটার বিশিষ্ট চিকিৎসক ও সমাজসেবী ডাঃ অজয় মণ্ডল, চিকিৎসক ডাঃ আলতাপ হোসেন, চিকিৎসক ডাঃ ঈশিতা হোসেন। দিনহাটা হেল্পিং হ্যান্ডসের পক্ষ থেকে সংগঠনের কর্ণধার জিয়াউর রহমান বলেন, কর্মসূচি থেকে সমাজে একটাই বার্তা দেওয়া হয়--- "যুব সমাজের অংশগ্রহণ, সমাজে আনবে উন্নয়ন", "স্বেচ্ছায় রক্তদান, বন্ধনে জাগুক প্রাণ"।

সংহতি দিবস পালনের প্রস্তুতি সভা তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের

এম মেহেদী সানি ● বনগাঁ

আপনজন: ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দিনটি সংহতি দিবস হিসেবে পালন করবে তৃণমূল কংগ্রেস। সেই কর্মসূচি সফল করতে ইতিমধ্যেই জেলায় জেলায় প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রতিবছর সংহতি দিবস পালনের মূল দায়িত্বে থাকে তৃণমূল কংগ্রেসের শাখা সংগঠন সংখ্যালঘু তৃণমূল কংগ্রেস। সূত্রে খবর সংখ্যালঘু তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি বিধায়ক মোশারফ হোসেনের নির্দেশে ইতিমধ্যেই জেলা সভাপতিরা জেলায় জেলায় প্রস্তুতি সভার আয়োজন করছেন। রবিবার বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয়ে বনগাঁ সংগঠনিক জেলা সংখ্যালঘু তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সংহতি দিবসের কর্মসূচি সফল করতে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সভাপতি ইমরান হোসেনের নেতৃত্বে এদিনের সভায় বনগাঁ সংগঠনিক জেলা সংখ্যালঘু তৃণমূল কংগ্রেসের শতাধিক নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। ইমরান হোসেন এদিন সংহতি দিবসের বিষয়টি ব্যাখ্যা করে জেলার ব্লক ও আঞ্চলিক তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের নেতৃত্বদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান । পাশাপাশি কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন বিজেপির বৈষম্যমূলক আচরণ, জাতিভিত্তিক রাজনীতির উদাহরণ তুলে ধরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে তৃণমূলের পাশে ঐক্যবদ্ধভাবে ভাবে থাকার আহ্বান জানান ইমরান। রবিবার ওই প্রস্তুতি সভায় আঞ্চলিক প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন ।

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের সুতাহাটা বিজ্ঞান কেন্দ্রের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন

সেখ আনোয়ার হোসেন ● হলদিয়া

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ সুতাহাটা বিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্যোগে-ই ত্রিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ঢেঁকুয়া অগ্রণী সংঘ হাই স্কুলের সভাকক্ষে।অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয় সকাল দশটাই,জাতীয় পতাকা ও বিজ্ঞান মঞ্চের পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে,সভামঞ্চের নাম রাখা হয় স্বপন দাস মঞ্চ।বিজ্ঞান আন্দোলনকে আরও বৃহত্তর স্বার্থে প্রসারের লক্ষ্যে বর্ণাঢ্য র‍্যালি হয় কুঁকড়াহাঁটি ঢেঁকুয়া রোডের উপর।পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের সুতাহাটা বিজ্ঞান কেন্দ্রের বার্ষিক সম্মেলনে সমাজের বিভিন্ন বিষয়ের উপরে বিশিষ্টজনেরা আলোচনা করেন,বিজ্ঞান মনস্কতার উপরে আলোকপাত করেন শিক্ষিকা সুচিস্মিতা মিশ্র তিনি বলেন বিজ্ঞান আন্দোলন করতে বিজ্ঞানী হতে হবে এমনটা ভাবার দরকার নেই, বিজ্ঞানমনস্কতায় বিজ্ঞান আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।সভা থেকে গত তিন বছরে যাদেরকে আমরা হারিয়েছি,তাদের আত্মার শান্তি কামনার উদ্দেশ্যে এক মিনিট নীরবতা পালন হয় সভাকক্ষে,সম্মেলনে আয় ব্যায় এর হিসাব দেন বিদায়ী সম্পাদক শিক্ষক মনিন্দ্রনাথ গায়েন,বিজ্ঞান অভীক্ষা সহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে যে খরচ হয়েছিল তার পূর্ণাঙ্গ হিসাব দেন। আগামী বছর গুলির জন্য নতুন করে কমিটির ৩৫ জনের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করেন পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ রাজ্য কাউন্সিলের সদস্য নকুল চন্দ্র ঘাঁটি। সুতাহাটা বিজ্ঞান কেন্দ্রের সম্পাদিকা হিসাবে নির্বাচিত হন মীনাক্ষী ভূঁইয়া, সভাপতি নির্বাচন হয় শিক্ষক মনিন্দ্রনাথ গায়েন, কোষাধক্ষ্য শিক্ষক অনুপ কুমার পাঁজা প্রমুখ।

বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যুবককে খুন করার অভিযোগ বন্ধুর বিরুদ্ধে

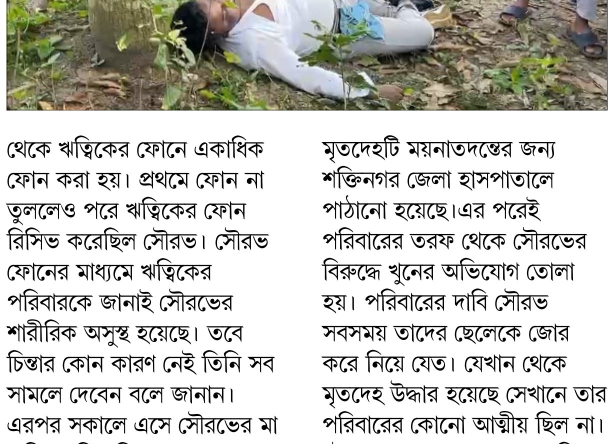

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: এক যুবককে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুন করার অভিযোগ বন্ধুর বিরুদ্ধে। রাস দেখার নাম করে ডেকে নিয়ে গিয়ে এক যুবককে খুনের অভিযোগ তার বন্ধুর বিরুদ্ধে। রবিবার সকালে একটি আম বাগান থেকে ওই যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটে নদীয়ার কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার দুর্গাপুর এলাকায়। জানা যায় নদীয়ার শান্তিপুর পৌরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের বের পাড়ার বাসিন্দা হৃত্বিক মুন্সি। বয়স আনুমানিক ২৩ বছর। এই যুবক কলকাতার একটি হোটেলে কাজ করেন। রাস দেখার জন্য তিনি বাড়িতে আসেন। জানাযায় গতকাল রাতে শান্তিপুর থানার রামনগর পাড়ার সৌরভ নামে এক বন্ধু তাকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায় রাস দেখার নাম করে। ঋত্বিক তার নিজের স্কুটি নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়। এরপর গভীর রাত হয়ে গেল সে বাড়ি ফিরছিল না সেই কারণে বাড়ি থেকে ঋত্বিকের ফোনে একাধিক ফোন করা হয়। প্রথমে ফোন না তুললেও পরে ঋত্বিকের ফোন রিসিভ করেছিল সৌরভ। সৌরভ ফোনের মাধ্যমে ঋত্বিকের পরিবারকে জানাই সৌরভের শারীরিক অসুস্থ হয়েছে। তবে চিন্তার কোন কারণ নেই তিনি সব সামলে দেবেন বলে জানান। এরপর সকালে এসে সৌরভের মা স্কুটির চাবি পরিবারে হাতে তুলে দেয় এবং স্কুটি টি নিয়ে যাওয়ার কথা বলে। তখনই অন্য সূত্রে জানতে পারে তাদের ছেলের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার পুলিশ। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।এর পরেই পরিবারের তরফ থেকে সৌরভের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ তোলা হয়। পরিবারের দাবি সৌরভ সবসময় তাদের ছেলেকে জোর করে নিয়ে যেত। যেখান থেকে মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে সেখানে তার পরিবারের কোনো আত্মীয় ছিল না। সৌরভ তাকে সেখানে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুন করেছে বলে দাবি পরিবারে। অন্যদিকে পুরো ঘটনাটি তদন্ত শুরু করেছে কৃষ্ণনগর এবং শান্তিপুর থানার পুলিশ। যদিও অভিযুক্ত সৌরভ এখনো পলাতক।

দুর্ঘটনার কবলে তৃণমূল বিধায়কের গাড়ি

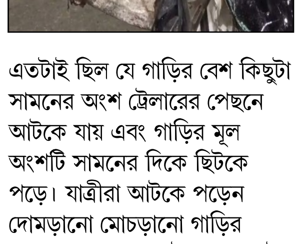

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে তৃণমূল বিধায়কের গাড়ি। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, ওই গাড়িতে পাঁচ জন যাত্রী থাকলেও বিধায়ক গিয়াসউদ্দিন মোল্লা ছিলেন না। এই দুর্ঘটনায় দুজনের মৃত্যু হয়। আহত আরও তিনজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বলে জানা গেছে। শনিবার রাত ১টা নাগাদ শিবপুরের ফোরশোর রোডে হাওড়া সিটি পুলিশের ডিসি সেন্ট্রালের অফিসের সামনে মর্মান্তিক ওই দুর্ঘটনা ঘটে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট পশ্চিমের তৃণমূল বিধায়ক গিয়াসউদ্দিন মোল্লার গাড়িটি চালাচ্ছিলেন তাঁর চালক মহম্মদ মোস্তাক খান (২৫)। কলকাতার ওয়াটগঞ্জের বাসিন্দা মোস্তাক আত্মীয়দের নিয়ে বাঁকড়ায় এসেছিলেন। সেখান থেকে ফেরার পথেই ঘটে ওই দুর্ঘটনা। জানা গেছে, গাড়িটি রাস্তায় দাঁড়ানো ট্রেলারকে প্রচন্ড গতিতে পিছন থেকে ধাক্কা মারে। গাড়ির গতি এতটাই ছিল যে গাড়ির বেশ কিছুটা সামনের অংশ ট্রেলারের পেছনে আটকে যায় এবং গাড়ির মূল অংশটি সামনের দিকে ছিটকে পড়ে। যাত্রীরা আটকে পড়েন দোমড়ানো মোচড়ানো গাড়ির মধ্যে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে শিবপুর থানার পুলিশ। পুলিশ আহতদের উদ্ধার করে হাওড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা দুজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পরিবারের লোকজন। তারা হাওড়া জেলা হাসপাতালে যান। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে শিবপুর থানার পুলিশ।

প্রথম নজর

চলতি বছর শতাধিক বিদেশি নাগরিকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে সৌদি আরব

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরব এ বছর ১০০-এর বেশি বিদেশি নাগরিককে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে বলে এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। এটি আগের বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি এবং মানবাধিকার সংগঠনগুলো বলছে, এ ধরনের ঘটনা 'অভূতপূর্ব'। শনিবার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় নাজরানে এক ইয়েমেনি নাগরিকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। তিনি মাদক পাচারের অভিযোগে অভিযুক্ত ছিলেন। সরকারি সৌদি প্রেস এজেন্সির বরাতে এ তথ্য জানা গেছে।
এএফপির হিসাবে ২০২৪ সালের এ পর্যন্ত মোট ১০১ জন বিদেশির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে, যা ২০২৩ এবং ২০২২ সালের সংখ্যার প্রায় তিনগুণ। এই দুই বছরে যথাক্রমে ৩৪ জন করে বিদেশিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। বার্লিনভিত্তিক ইউরোপিয়ান-সৌদি অর্গানাইজেশন ফর হিউম্যান রাইটস (ইএসওএইচআর) জানিয়েছে, এ বছর এ সংখ্যাটি ইতিমধ্যেই নতুন রেকর্ড গড়েছে। সংগঠনের আইনি পরিচালক তাহা আল-হাজ্জি বলেন, সৌদি আরবের ইতিহাসে এক বছরে ১০০ বিদেশির মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের ঘটনা আগে কখনো ঘটেনি।
মানবাধিকার সংগঠনগুলো সৌদি আরবের মৃত্যুদণ্ডের ব্যাপক ব্যবহারের সমালোচনা করে আসছে। তারা বলছে, এটি অত্যধিক এবং সৌদি আরবের উদার ভাবমূর্তি তৈরির প্রচেষ্টার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। ২০২৩ সালে সৌদি আরবের মৃত্যুদণ্ডের সংখ্যা বিশ্বে তৃতীয় সর্বোচ্চ ছিল। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের তথ্য অনুসারে, প্রথম অবস্থানে ছিল যথাক্রমে চীন ও ইরান।
সেপ্টেম্বর মাসে এএফপি জানায়, সৌদি আরবে ৩০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছে। ২০২২ সালে ১৯৬ জন এবং ১৯৯৫ সালে ১৯২ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।
এ বছর মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বিদেশিদের মধ্যে পাকিস্তানের ২১ জন, ইয়েমেনের ২০ জন, সিরিয়ার ১৪ জন, নাইজেরিয়ার ১০ জন, মিসরের ৯ জন, জর্ডানের ৮ জন এবং ইথিওপিয়ার ৭ জন রয়েছেন। এছাড়া সুদান, ভারত ও আফগানিস্তানের ৩ জন করে এবং শ্রীলঙ্কা, ইরিত্রিয়া ও ফিলিপাইনের একজন করে নাগরিক রয়েছেন।
২০২২ সালে মাদক সংক্রান্ত অপরাধে মৃত্যুদণ্ডের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হলে এ ধরনের মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এ বছর ৯২ টি মাদক-সম্পর্কিত মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছে, যার মধ্যে ৬৯ জনই বিদেশি। কূটনীতিক এবং মানবাধিকারকর্মীরা বলছেন, বিদেশি আসামিরা বিচার প্রক্রিয়ায় বেশি বাধার সম্মুখীন হন এবং তাদের ন্যায়বিচার পাওয়ার সুযোগ কম থাকে। ইএসওএইচআর-এর হাজ্জি বলেন, বিদেশিরা সবচেয়ে বেশি দুর্বল। তারা প্রভাবশালী মাদক পাচারকারীদের শিকার হয় এবং গ্রেফতার থেকে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত নানা নির্যাতনের শিকার হন। মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের জন্য সৌদি আরবের কুখ্যাতি রয়েছে।

ইসরাইলের প্রতি বার্লিনের সমর্থনের বিরুদ্ধে জার্মান বুদ্ধিজীবীরা: ৫০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের খোলা চিঠি

আপনজন ডেস্ক: জার্মানি এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের শত শত বুদ্ধিজীবী এবং শিক্ষাবিদ ইসরাইলের প্রতি জার্মান সরকারের সমর্থনের নিন্দা জানিয়ে একটি খোলা চিঠিতে বার্লিনের এই নীতি বন্ধের দাবি জানিয়েছেন। জার্মানি এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের ৫০০ জনেরও বেশি বুদ্ধিজীবী এবং শিক্ষাবিদ একটি খোলা চিঠিতে জার্মান সরকারকে ইসরাইলি শাসক গোষ্ঠীর প্রতি তাদের অবস্থান পুনর্বিবেচনা করার আহ্বান জানিয়েছেন। পার্স্টুডের মতে, জার্মান পার্লামেন্টের সদস্যদের কাছে পাঠানো এই খোলা চিঠিতে বলা হয়েছে, জার্মান সরকার এখন এক বছরেরও বেশি সময় ধরে ফিলিস্তিনিদের মানবিক মর্যাদাকে হত্যা ও তাদের অধিকার লঙ্ঘনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছে এবং ইসরাইলি শাসনকে আর্থিক, সামরিক এবং রাজনৈতিক সহায়তা দিয়ে আসছে। যারা খোলা চিঠিতে স্বাক্ষর করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন জার্মান-আমেরিকান লেখক ডেবোরা ফেল্ডম্যান থমাস, ফরাসি অর্থনীতিবিদ পিকেটি, ইসরাইলি সাংবাদিক আমিরা হাস, ইসরাইলি ইতিহাসবিদ রাজ সেগাল এবং ফরাসি-জার্মান সঙ্গীতবিদ মাইকেল বারেনবোইম।

নেতানিয়াহুর অফিস ঘেরাও করল বিক্ষোভকারীরা

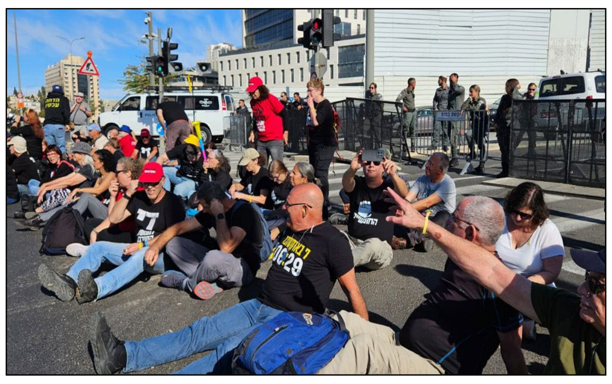

আপনজন ডেস্ক: জেরুজালেমে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর অফিস ঘেরাও করেছেন বিক্ষোভকারীরা। তার পদত্যাগ, নতুন নির্বাচন এবং গাজায় আটক ইসরাইলি বন্দিদের ফিলিস্তিনি বন্দিদের সঙ্গে বিনিময়ের চুক্তি দাবি করছে। খবর আল-জাজিরার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ফুটেজে দেখা যায়, কয়েক ডজন বিক্ষোভকারী মাটিতে বসে ভবনের প্রবেশপথ বন্ধ করে রেখেছেন। সেইসঙ্গে তারা বিভিন্ন স্লোগান দিচ্ছেন।
এদিকে অবরুদ্ধ গাজার উত্তরাঞ্চলীয় শহর বেইত লাহিয়াতে রোববার ইসরাইলি বিমান হামলায় আরও ৭২ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। গাজার সরকারি মিডিয়া অফিস জানিয়েছে, ইসরাইলি যুদ্ধবিমান বেইত লাহিয়ার কয়েকটি আবাসিক ভবন এবং বাড়ি লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে।
গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়, দখলদার বাহিনী জানতো যে এই ভবনগুলোতে কয়েক ডজন বাস্তুচ্যুত বেসামরিক মানুষ, মূলত নারী ও শিশুরা অবস্থান করছেন। যারা তাদের নিজ নিজ এলাকা থেকে পালিয়ে এসে এখানে আশ্রয় নিয়েছে। গাজার মেডিকেল সূত্র জানায়, রোববার বেইত লাহিয়ার প্রজেক্ট এলাকায় একটি পাঁচতলা ভবন লক্ষ্য করে ইসরাইলি যুদ্ধবিমান হামলা চালায়। এতে প্রায় ৫০ জন নিহত এবং আরও অনেকে ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা পড়ে আছে। প্রসঙ্গত, ইসরাইলের হামলায় এখন পর্যন্ত ৪৩ হাজার ৮৪৬ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। আর লেবাননে নিহত হয়েছে প্রায় সাড়ে তিন হাজার।

যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ আয়োজন করতে যাচ্ছে রাশিয়ার নির্বাসিত বিরোধী দল

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়ার নির্বাসিত বিরোধী দল মস্কোর ইউক্রেন আক্রমণের প্রতিবাদে রোববার বার্লিনে প্রথমবারের মতো বড় ধরনের প্রতিবাদ-বিক্ষোভের আয়োজন করতে যাচ্ছে। বার্লিন থেকে এএফপি এ খবর জানায়। ক্রেমলিন সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রাশিয়ায় যেকোনো বিরোধী রাজনৈতিক কর্মসূচি নিষিদ্ধ করেছে এবং বিরোধী দলের সদস্যদের ওপর কঠোর দমনপীড়নের পাশাপাশি হাজার হাজার ভিন্ন মতাবলম্বীকে কারারুদ্ধ করে রেখেছে। ভ্লাদিমির পুতিন প্রায় ২৫ বছর ধরে ক্ষমতায় আছেন। তার সমস্ত রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ এখন মৃত, কারাগারে বন্দি বা নির্বাসিত। ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়ার বিরোধী দলীয় নেতা আলেক্সি নাভালনি মারা গেছেন। পুতিনের অন্যতম প্রধান এই রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী রহস্যজনক পরিস্থিতিতে একটি আর্কটিক কারাগারে মারা যান। তার বিধবা স্ত্রী ইউলিয়া নাভালনায়া আসন্ন যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান সংগঠক।
দেশে পুতিনের বিরুদ্ধে কর্মসূচি দিতে না পারা বিরোধীরা বিদেশে পুনরায় পুতিনবিরোধী আন্দোলন শুরু করেন। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাশিয়া ইউক্রেনের আগ্রাসনের পরপরই কয়েক হাজার রাশিয়ান পালিয়ে যায়। বার্লিনকে এই আন্দোলনের প্রধান স্থান হিসাবে বেছে নেয়া হয়েছে। বার্লিনে হাজার হাজার পুতিনবিরোধী রাশিয়ান ও ইউক্রেনীয় শরণার্থী আশ্রয় নিয়েছে। বিক্ষোভ-মিছিলটির জার্মান রাজধানীর কেন্দ্রে গ্রিনিচ মান সময় ১৩০০টায় শুরু হবে। মিছিলটি নগরীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে রুশ দূতাবাসের বাইরে গিয়ে শেষ হবে। নাভালনায়া সমাবেশের জন্য অন্য দুই বিরোধীদের সাথে যোগ দিচ্ছেন সাবেক মস্কো সিটি কাউন্সিলর ও দীর্ঘদিনের পুতিনবিরোধী প্রচারক ইলিয়া ইয়াশিন। এছাড়া এতে ভ্লাদিমির কারা-মুর্জাও যোগ দেবেন। তাকে দু'বার বিষ প্রয়োগে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল।
ইউক্রেন আক্রমণের নিন্দা ও সমালোচনা করার কারণে ইয়াশিন ও কারা-মুর্জা উভয়কেই কারাগারে পাঠানো হয়েছিল। চলতি গ্রীষ্ম মৌসুমে পশ্চিমাদের সাথে বন্দী-বিনিময়ের মাধ্যমে এই দুই নেতা মুক্তি পান। আয়োজকরা এক বিবৃতিতে বলেছে, 'ইউক্রেনে ভ্লাদিমির পুতিনের আগ্রাসনমূলক যুদ্ধনীতি ও রাশিয়ায় রাজনৈতিক দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে যারা অবস্থান নিয়েছেন, তাদের সবাইকে একত্রিত করা এই পদযাত্রার লক্ষ্য।'
বিরোধী দল বলছে, তাদের তিনটি প্রধান দাবি রয়েছে ইউক্রেন থেকে 'অবিলম্বে রুশ সেনা প্রত্যাহার', 'যুদ্ধাপরাধী' হিসেবে পুতিনের বিচার ও রাশিয়ায় সকল রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি। আসন্ন এই কর্মসূচি পুতিনবিরোধী আন্দোলনকে পুনরিজ্জিবিত করার প্রাথমিক ধাপ হিসেবেও দেখা হচ্ছে।

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, নির্বাচনী সংস্কারের সিদ্ধান্ত হয়ে গেলে খুব দ্রুত নির্বাচনের রোডম্যাপও (রূপরেখা) পাওয়া যাবে। নির্বাচনের ট্রেন যাত্রা শুরু করেছে, এটা আর থামবে না। তবে সংস্কারের জন্য নির্বাচন কয়েক মাস বিলম্বিতও করা যেতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। আজ রোববার জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে এ কথাগুলো বলেন অন্তর্বর্তী সরকারে প্রধান উপদেষ্টা। সরকারের ১০০ দিন পূর্তি উপলক্ষে তিনি এই ভাষণ দেন।

কর আরোপের জেরে কৃষক বিক্ষোভ, বিতর্কের মুখে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী

আপনজন ডেস্ক: ক্ষমতা গ্রহণের পর ওয়েলশ শ্রম সম্মেলনে প্রথম ভাষণে বিতর্কের মুখে পড়েছেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার। কৃষকদের বিক্ষোভের মুখেও বাজেট নিয়ে আগের সিদ্ধান্তে অনড় থাকার ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। কৃষকদের অভিযাগে, এই বাজেট নীতি বাস্তবায়ন পারিবারিক খামারগুলো বিভক্ত হয়ে যেতে পারে, যদিও স্টারমার বলেছেন শুধুমাত্র অল্প সংখ্যক মানুষ প্রভাবিত হবে।
শনিবার (১৬ নভেম্বর) দেওয়া এক বক্তব্যে সরকারের প্রথম বাজেটে নেওয়া কর আরোপের নতুন সিদ্ধান্তগুলো রক্ষার অঙ্গীকার করেছেন তিনি। ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।
নর্থ ওয়েলসে আয়োজিত ওয়েলশ শ্রম সম্মেলনে স্টারমার বলেছেন, আমি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে চাই, বাজেটের সিদ্ধান্তগুলো আমি রক্ষা করে যাব। অর্থনৈতিক বাস্তবতার কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে গৃহীত সিদ্ধান্তে আমি সমর্থন করব। আমাদের অর্থনীতি স্থিতিশীল করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ রূঢ় হলেও আমি নিজের অবস্থানে অনড় থাকব। সে সময় সম্মেলনস্থলের বাইরে প্রায় ৪০টি ট্রাক্টর জমায়েত হন কয়েকশ কৃষক। তাদের অভিযোগ, নতুন নীতির ফলে আরও বেশি কৃষকের ওপর করের বোঝা বাড়বে। এতে কৃষি খাতের প্রতিযোগিতা আরও কঠিন হয়ে যাবে। এই পরিবর্তনের কারণে কৃষিপণ্য ব্যয়বহুল হয়ে উঠতে পারে। ফলে খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তারা।
স্টারমারের বক্তব্যের প্রতিবাদে আগামী মঙ্গলবার (১৯ অক্টাবের) লন্ডনে বৃহত্তর বিক্ষোভের পরিকল্পনা করা হয়েছে।
গ্যারেথ উইন জোনস নামে এক কৃষক বলেছেন, কৃষকরা স্টারমারকে একটি চিঠি দেবে, প্রধানমন্ত্রীকে সতর্ক করে তারা বলবেন যে হাত আপনাকে খাওয়ায় তাকে কামড় দেবেন না।

অন্ধকারে ইসরায়েলের হাইফা নগরী, দফায় দফায় ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা

আপনজন ডেস্ক: লেবাননের ইসলামী প্রতিরোধ আন্দোলন হিজবুল্লাহ যোদ্ধারা দফায় দফায় ইহুদিবাদী ইসরায়েলের হাইফা নগরীতে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে হামলা চালিয়েছে। এতে ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় নগরীর বিভিন্ন এলাকা অন্ধকারে ডুবে গেছে।
ইসরায়েলের হাইয়ুম পত্রিকার প্রতিবেদন অনুসারে, লেবানন থেকে গতরাতে হাইফা নগরীতে অন্তত দশটি রকেট নিক্ষেপ করা হয়েছে এবং তার মধ্যে বেশ কয়েকটি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করে। ইহুদিবাদী ইসরায়েলের দখলদার বাহিনী এ খবর নিশ্চিত করেছে। গণমাধ্যম সূত্র জানিয়েছে, হিজবুল্লাহর হামলায় হাইফা নগরীতে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে। তবে চ্যানেল-ফোর্টিন জানিয়েছে, নগরীর আল-কারমেল এলাকায় বেশ কয়েকটি ভবন ও গাড়ি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া চ্যানেল-টুয়েলভও বলেছে, আল-কারমেল এলাকার একটি ভবনে হিজবুল্লাহর রকেট সরাসরি আঘাত হেনেছে।
হাইফা ছাড়াও আক্রে শহর এবং তার আশপাশের এলাকায় হিজবুল্লাহ হামলা চালিয়েছে এবং সেখানে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। ইহুদিবাদী গণমাধ্যম জানিয়েছে, ক্রায়োথ ও আক্রে শহরের পাশাপাশি পশ্চিম গ্যালিলি অঞ্চলে গতকাল হিজবুল্লাহর যোদ্ধারা হামলা চালিয়েছে। ফলে, এসব এলাকায় সাইরেনের শব্দ শুনতে পাওয়া যায়।
টাইমস অব ইসরায়েল জানিয়েছে, সাইরেনের শব্দ শুনে লোকজন দৌড়ে আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়ার সময় হুড়োহুড়িতে অন্তত পাঁচজন আহত হয়েছে। এর আগে, হিজবুল্লাহ একটি ভিডিও ফুটেজ প্রকাশ করেছে যাতে তারা জানিয়েছে, ইহুদিবাদী ইসরায়েলের একটি পদাতিক ব্রিগেডের সদর দফতরে তারা দুই দফা হামলা চালিয়েছে। এছাড়া, আল-মানারা ইহুদি বসতিতে ইসরায়েলি সেনা সমাবেশ লক্ষ্য করে রকেট হামলার কথাও জানিয়েছে হিজবুল্লাহ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

লাতিন আমেরিকায় বন্দর চালু করলো চীন, উদ্বিগ্ন যুক্তরাষ্ট্র

আপনজন ডেস্ক: এবার দক্ষিণ আমেরিকাও হাজির চীন। দেশটির অর্থায়নে নির্মিত হয়েছে পেরুর চাঙ্কাই বন্দর। এরইমধ্যে বন্দরটি উদ্বোধন করেছেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। এটি দক্ষিণ আমেরিকায় চীনের অর্থায়নে তৈরি করা প্রথম সমুদ্রবন্দর। চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের (বিআরআই) অংশ হিসেবে এই বন্দরটি তৈরি করা হয়েছে। লাতিন আমেরিকা ও এশিয়ার মধ্যে বাণিজ্যকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।
শি জিনপিং একে 'একবিংশ শতাব্দীর সামুদ্রিক সিল্ক রোড' হিসেবে অভিহিত করেছেন।
তিনি পেরুর প্রেসিডেন্ট দিনা বোলুয়ার্তের সঙ্গে লিমায় বলেন, 'এটি পেরুর জন্য উল্লেখযোগ্য আয় এবং বিশাল কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে।' এদিকে চীনা পণ্য আমদানিতে ৬০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জিতেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে দক্ষিণ আমেরিকায় চীনের সহায়তা তৈরি এই নতুন মেগা বন্দর সম্পূর্ণ নতুন বাণিজ্য রুট তৈরির সম্ভাবনা তৈরি করছে। এ রুটে উত্তর আমেরিকাকে সম্পূর্ণ পাশ কাটিয়ে বাণিজ্য পরিচালনা করা যেতে পারে। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, ওয়াশিংটন বছরের পর বছর ধরে তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর প্রতি যে অবহেলা করেছে। এখন তার মূল্য দিতে হবে। ওয়াশিংটনের পিটারসন ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল ইকোনোমিক এর সিনিয়র ফেলো মনিকা ডি বোলে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘ সময় ধরে লাতিন আমেরিকার দিকে মনোযোগ দেয়নি। এ অবস্থায় চীন এ অঞ্চলে তার আধিপত্য বিস্তারে কাজ করেছে। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের অনুপস্থিতিই চীনকে এ অঞ্চলে প্রবেশের পথ তৈরি করে দিয়েছে। ফলে সমস্যা দেখা দিয়েছে। বন্দর চালু করার আগে, চীনের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কসকো শিপিং ৩৫০ কোটি ডলার খরচ করে ঘুমিয়ে যাওয়া পেরুর মাছ ধরার শহরকে পাওয়াহাউসে পরিণত করেছে। যা দেশটির অর্থনৈতিক অবস্থাকে পরিবর্তন করে দিবে। পেরুর প্রেসিডেন্ট দিনা বোলুয়ার্তে মেগা পোর্টকে স্নায়ু কেন্দ্র বলে অভিহিত করেছেন। কারণ এ বন্দরের মাধ্যমে তার দেশ এশিয়ার বাজারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ পেয়েছে। চ্যাঙ্গে বন্দর পুরোপুরিভাবে চালু হলে চিলি, ইকুয়েডর, কলম্বিয়া এবং ব্রাজিল সাংহাই এবং এশিয়ার অন্যান্য বন্দর ব্যবহারের সুযোগ পাবে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.২৭মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৪.৫৭মি.

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.২৭	৫.৫১
যোহর	১১.২৬	
আসর	৩.১৬	
মাগরিব	৪.৫৭	
এশা	৬.১০	
তাহাজ্জুদ	১০.৪১	

চিনের ইশিং শহরে ছুরি হামলা, নিহত ৮

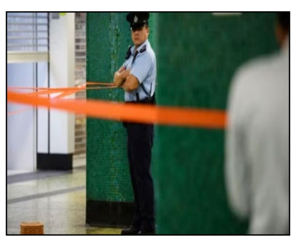

আপনজন ডেস্ক: চীনের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ জিয়াংসু'র ইশিং শহরে ভয়াবহ ছুরি হামলায় অন্তত ৮ জন নিহত এবং ১৭ জন আহত হয়েছেন। শনিবার শহরের উশি ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট অব আর্ট অ্যান্ড টেকনোলজি ক্যাম্পাসে এই হামলার ঘটনা ঘটে। সংবাদমাধ্যম এএফপিকে ইশিং পুলিশ জানিয়েছে, হামলাকারী ২১ বছর বয়সী এক তরুণ, যিনি একই প্রতিষ্ঠানের ছাত্র। পরীক্ষার ফলাফল খারাপ হওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি এই হামলা চালিয়েছেন।

হাইতিতে গ্যাং সহিংসতায় ২০ হাজারেও বেশি বাস্তুচ্যুত: জাতিসংঘ সংস্থা

আপনজন ডেস্ক: গ্যাং সহিংসতায় বিপর্যস্ত ক্যারিবীয় দেশ হাইতির রাজধানী পোর্ট-অব-প্রিন্স জুড়ে গত চার দিনে ২০ হাজারেরও বেশি লোক বাস্তুচ্যুত হয়েছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘের একটি সংস্থা। বার্তা সংস্থা এএফপি এ খবর জানিয়েছে।
শনিবার (১৬ নভেম্বর) সংস্থাটি বলেছে, বাসিন্দারা গ্যাং সহিংসতা থেকে বাঁচতে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, যা দেশটিকে পঙ্গু করে দিয়েছে। আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার হাইতির প্রধান গ্রেগোয়ার গুডস্টেইন বলেন, পোর্ট-অব-প্রিন্সের বিচ্ছিন্নতা ইতোমধ্যেই ভয়াবহ মানবিক পরিস্থিতিকে আরো বাড়িয়ে তুলছে।
গুডস্টেইন এক বিবৃতিতে যোগ করেছেন, আমাদের সাহায্য প্রদানের ক্ষমতার সর্বোচ্চ সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। অবিলম্বে আন্তর্জাতিক সমর্থন ছাড়া, দুর্ভোগ দ্রুত আরও খারাপ হবে।
আইওএম বলেছে যে সম্প্রতি স্থানান্তরিত হতে বাধ্য হওয়া প্রায় ১৭ হাজার লোক ইতোমধ্যেই অস্থায়ী আবাসনে রয়েছে, যাদের অনেককে একাধিকবার বাস্তুচ্যুত করা হয়েছে।
মাইগ্রেশন এজেন্সি একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে, আগস্ট ২০২৩ সাল থেকে এই ধরনের বাস্তুচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়নি।

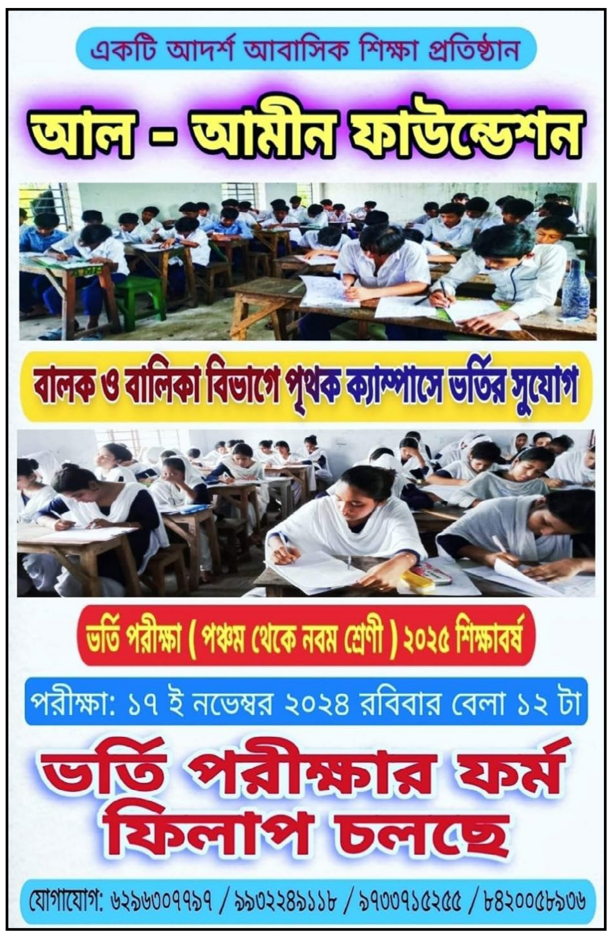

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ৩১১ সংখ্যা, ৩ অগ্রহায়ন ১৪৩১, ১৫ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

‘আশ্চর্য কী?’

যক্ষবেশী বক অনেকগুলি প্রশ্ন করিয়াছিল বনবাসী রাজা যুধিষ্ঠিরকে। তাহার মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল–‘আশ্চর্য কী?’ যুধিষ্ঠির উত্তরে বলিয়াছিলেন, ‘প্রতিদিন জীবগণ মরিতেছে, অথচ অবশিষ্ট সকলে অমরত্ব আকাঙ্ক্ষা করে–ইহা অপেক্ষা আর আশ্চর্য কী?’ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন, ‘মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,/ মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।’ কিন্তু জন্মিলে তো মরিতে হইবেই। মহান আল্লাহ্ (সুরা নিসা, আয়াত-৭৮) ঘোষণা করিয়াছেন–‘তোমরা যেইখানেই থাকো না কেন, মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাইবেই, যদিও তোমরা কোনো শক্ত ও সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করো।’ মহানবী (স.) এরশাদ করিয়াছেন–‘আদম সন্তান বৃদ্ধ হইয়া যায় কিন্তু তাহার দুইটি বিষয় অবশিষ্ট থাকে–লোভ ও আশা।’ যাহার ফলে মৃত্যু না আসা পর্যন্ত মনে হয় মৃত্যু তুচ্ছ বিষয়। যদিও প্রতিদিন হাজারো অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর খবর তাহার কানে আসে; কিন্তু হাজারো অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর খবর শুনার পরই ভাবে তাহার মৃত্যুর সময় হয়তো এখনো হয় নাই। সে আসলে নানাভাবে মৃত্যুর কথা ভুলিয়া থাকে, মৃত্যু হইতে পালাইতে চাহে; কিন্তু আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, ‘আমি তোমাদের মৃত্যুর সময় ঠিক করিয়া দিয়াছি।’ (সুরা ওয়াকিআহ :৬০)।

মুশকিল হইল, নির্বোধ ক্ষমতাবানরা ভুলিয়া যান ধর্মের কথা, জগতের পরম সত্যকথা। আমরা দেখিতে পাই চারিদিকে হানাহানি-মারামারি, খুনখারাবি, বিভিন্ন অস্ত্রের চোখরাঙানি, কথিত শক্তিশালীদের চমকানি ধমকানি শাসানি। যাহারা এত ধরনের অন্যায় অত্যাচার জুলুমবাজি এবং সাধারণ মানুষের ক্ষতিসাধন করিতেছে, তাহারা কেহই চিরকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারিবেন না। অনেকেই ক্ষমতার স্বাদ পাইয়া মনে করেন, তাহারা যেন অমর! কিন্তু তাহারা যদি প্রতিক্ষণ স্মরণে রাখিতেন–রাতে ঘুমাইতে যাইতেছি, সেই ঘুমই শেষ ঘুম হইতে পারে; যেই খাবারটা খাইতেছি–উহাই শেষ খাবার হইতে পারে; তাহা হইলে অন্তত তাহাদের হৃদয়ে মহান আল্লাহতায়ালার প্রতি ভয় জাগরূক থাকিত, তাহারা মানুষের ক্ষতিসাধন করিতেন না। পার্থিব জগতে কিছুই তো থাকিবে না। কে অমর রহিবে? আমরা দেখিয়াছি প্রাচীন যুগে অমরত্ব লাভের মানসে প্রাচীনকালে রাজা-মহারাজারা বিভিন্ন কেমিস্ট নিয়োগ করিতেন অমৃতসুধা আবিষ্কারের জন্য। খ্রিষ্টপূর্ব ২০০ বছর পূর্বেকার চীনের মহাপরাক্রমশালী সম্রাট কিন শি হুয়াং মৃত্যুর কথা চিন্তাই করিতে পারিতেন না। অমরত্বের সুধা বানাইবার ব্যর্থতার দায়ে তিনি প্রায় ৪৫০ বিজ্ঞানীকে জীবন্ত কবরও দিয়াছিলেন। তাহার পরও অমরত্ব সুধা হুয়াংকে অমরত্ব দান করিতে পারে নাই। তাহার মৃত্যুর পর মৃতদেহটিকে পচা মাছ দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছিল, যাহাতে মৃতদেহের পচা গন্ধ চাপা পড়িয়া যায়। জীবিতাবস্থায় কিন শি বড় গলায় বলিতেন–তাহার বংশধরেরা সহস্র-অযুত বছর রাজ্য শাসন করিবে। অথচ বিধাতার নির্মম পরিহাস হইল–তাহার মৃত্যুর মাত্র তিন বছরের মধ্যেই তাহার বংশের আস্ফালন চিরতরে শেষ হইয়া যায়। প্রকৃত অর্থে মহাকালের নিষ্ঠুর করাল গ্রাসে সকলকে ক্রমশ বিলীন হইয়া যাইতেই হয়। এই জন্য পৌরাণিক যুগে ঋষির নিকট বসিয়া শিষ্য যখন জিজ্ঞাসা করেন, ‘কী করিয়া অমর রহিব, গুরুদেব?’ ঋষি উত্তরে বলেন, ‘মানুষের জন্য ভালো কাজ করো বত্‌স, মানুষের মনে অমর রহিবে।’ অমর হওয়া যায় কেবল নিজেদের ভালো কাজের মাধ্যমে। আর খারাপ কাজের জন্য কোনো না কোনো সময় মহাকালের কাঠগড়ায় দাঁড়াইতেই হয়। অর্থাৎ মানুষ মূলত বাঁচিয়া থাকে তাহার সুকীর্তির মাধ্যমে। এই জন্য সুকীর্তি এত গুরুত্বপূর্ণ। কবি সুকান্ত যেমন বলিয়াছেন :‘জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ-পিঠে।/ চলে যেতে হবে আমাদের।/ চলে যাব–তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ/ প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল...।’ সুতরাং এই জঞ্জাল দূর করিবার জন্য আমাদের প্রাণপাত করিতে হইবে। নচেৎ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আমরা এই জনপদকে বসবাস উপযুক্ত করিয়া যাইতে পারিব না। যেইভাবেই হউক, এই জনপদকে বসবাসের উপযুক্ত করিতেই হইবে। ইহা প্রতিটি দায়িত্বশীল মানুষের ইমানি দায়িত্ব।

●●●●●●●●●●●●

শ্রেণি বঞ্চনা ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার নীরব বৈশিষ্ট্য

ভারতে উচ্চ শিক্ষার রূপরেখা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঠিক করার জন্য নানা সময়ে বহু কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার সঠিক রূপরেখা তেমন ভাবে তৈরি করতে পারেনি আজও কোন কমিশন। আসলে বহুভাষা, বহু মত ও বৈচিত্র্যের মধ্যে সবার জন্য গ্রহণযোগ্য শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখা তৈরি করা অত্যন্ত কঠিন কাজ তেমনি ভাবে শিক্ষা নিয়ে রাজনীতি চরমে। লিখেছেন **ড. মুহাম্মদ ইসমাইল।**

ভারতে উচ্চ শিক্ষার রূপরেখা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঠিক করার জন্য নানা সময়ে বহু কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার সঠিক রূপরেখা তেমন ভাবে তৈরি করতে পারেনি আজও কোন কমিশন। আসলে বহুভাষা, বহু মত ও বৈচিত্র্যের মধ্যে সবার জন্য গ্রহণযোগ্য শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখা তৈরি করা অত্যন্ত কঠিন কাজ তেমনি ভাবে শিক্ষা নিয়ে রাজনীতি চরমে। তাই শিক্ষা ব্যবস্থা সংবিধানের যুগ্ম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মতামত বিনিময় এবং রাজ্য চাইলে পরিবর্তন ও পরিমার্জন করতে পারে। তবে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় বরাবর উপেক্ষিত দেশীয় সমাজ ব্যবস্থা ও সমসাময়িক ব্যবস্থাপনা। ভারতের শিক্ষাবীদেরা সর্বদা বিদেশি শিক্ষা ব্যবস্থাকে অনুকরণ করার চেষ্টা করেছেন। তার প্রধান কারণ হলো ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জয়যাত্রা শুরু হয় বিদেশি শাসকদের হাত ধরে। তারা সেই সময়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল, মাদ্রাসা থেকে শুরু করে সবটাই গড়ে তুলেন নিজেদের স্বার্থে। সিলেবাস থেকে শিক্ষণ পদ্ধতি সবটাই তারা তৈরি করেছিলেন তাদের শাসন ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য। তাই ভারতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে উচ্চশিক্ষিতরা সরাসরি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে যোগদান করেনি। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক স্বাধীনতা সংগ্রামী মানুষেরা ছিল মাদ্রাসা, গুরুকুল থেকে শুরু করে নানা দেশীয় প্রতিষ্ঠান থেকে। শুধু তাই নয়,তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুলে পঠন-পাঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতের উপর সুদীর্ঘ সময় ধরে কীভাবে শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা যায়। তাই বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, উপাচার্য, শিক্ষকেরা ও বেশির ভাগ বিদেশি ছিল। আসলে তাদের উদ্দেশ্য ছিল দেশের মধ্যে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য বিভিন্ন বিভাগে অনুগত দক্ষ প্রশাসক ও করণিক তৈরি করা। তা কিন্তু তারা করতে সক্ষম হয় এবং ভারতবর্ষে তারা দীর্ঘ ১৯২ বছর ধরে শাসন কায়েম রাখেন। অবশেষে ১৯৪৭ সালে স্বাধীন হলে, ব্রিটিশদের ছেড়ে যাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুলে একই শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখে। তারা কোন সময় উপলব্ধি করেনি ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদলে দেশের উন্নয়নের কথা চিন্তা করে পঠন পাঠন চালু করতে। সেই ধারা আজও অব্যাহত। আজও শোনা যায় তাদের সাথে তাল মিলিয়ে ভারতের বিভিন্ন পাঠক্রমের সিলেবাস ও কোষ কারিকুলাম থেকে বিভিন্ন পদ্ধতি অনুকরণ করতে। আজও আমাদের লক্ষ্য পড়াশোনা করে বিদেশের সেবায় যাতে নিযুক্ত হতে পারি। সেই পদ্ধতি অনুকরণ করে আজও ছাত্র-ছাত্রীদের তৈরি করা হয়। ফলে দেশের মেধাবী থেকে মাঝারি মেধাবী বিদেশে কর্মরত। দেশ আজও উন্নয়নের নিরিখে পিছিয়ে ও দেশের মেধাবীরা বিদেশে চাকরি করে নোবেল থেকে শুরু করে নানা পুরস্কারে ভূষিত হচ্ছেন। আর আমরা বিদেশের উন্নয়ন দেশের সন্তানের দ্বারা দেখার পর উল্লাস করছি। উচ্চ শিক্ষা থেকে বুনিয়াদি সবটাই নিয়ে দেশবাসী হতাশায়। কারণ দেশের আদলে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যক্রম করা হয়নি। সামাজিক এবং পরিকাঠামগত উন্নয়নকে গুরুত্ব না দিয়ে বারবার স্বাধীনতার পর থেকে শিক্ষা ব্যবস্থা ও নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। তার ফলে শিক্ষার প্রকৃত ফলাফল ও বাস্তবায়ন হয়নি। ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো পরিকাঠামো গত কমতি ও ছাত্র শিক্ষকের কম অনুপাত। এছাড়া বিষয় ভিত্তিক নানা কোষের উপযুক্ত এবং যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক শিক্ষিকার ঘাটতি। ফলে বিদেশি আদলে তৈরি শিক্ষানীতি কোনোভাবেই সঠিক বাস্তবায়ন হয়নি। ১৯১৪ সালে কেন্দ্রে নতুন সরকার আসার পর থেকে এমন হাবভাব করছেন যেন সবকিছুকেই উপেক্ষা করে আবেগ ও ইমোশনাল বক্তব্যের মধ্য দিয়ে দেশের সবকিছু পরিবর্তন করে দেবেন। দেশের ইতিহাস পরিবর্তন থেকে জায়গার নাম পরিবর্তন এবং পঠন-পাঠনের বিভিন্ন পর্যায়ে কয়েকবার সিলেবাস পরিবর্তন করে ফেলেছেন। কখনো বৈদিক শিক্ষা আবার কখনো সাংস্কৃতিক শিক্ষা, কখনো ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি নিয়ে পড়াশোনা করানোর মতো পরিকল্পনায় ব্যর্থ হয়েছে। তার প্রধান কারণ অভাব ও অনটন। যে দেশের ৩৫ শতাংশের বেশি মানুষের দুবেলা খাবারের নিশ্চয়তা নেই, সেই দেশে শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনি কারণ বিলাসিতা ছাড়া কিছুই নয়। শিক্ষা ব্যবস্থার নীতি নির্ধারকেরা নানা সময়ে দুর্নীতির বেড়াজালে বন্দী হয়ে হাবুডুবু খায়, সেই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা বিশ্বমানের হবে তা কল্পনাতীত। শুধু তাই নয়, স্কুলের বিভিন্ন উন্নয়ন খাতের টাকা, যে দেশের শিক্ষক, আধিকারিক কারচুপি করে ও বাচ্চাদের মিড ডে মিল, পোশাকের টাকায় কারচুপি করে,সেই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা বিশ্ব দরবারে পৌঁছাবে কীভাবে। যে দেশের শিক্ষক নিয়োগে কারচুপি হয় ও সরকারকে দুর্নীতি করার সুযোগ করে দেয় শিক্ষিত যুবক যুবতীরা, সেই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার কীভাবে অগ্রগতি আশা করা যায়। শুধু তাই নয়,যোগ্যদের বঞ্চিত করে ঘুষ ও তেলবাজি করে বিভিন্ন আসন ও পদ অধিষ্ঠিত হন তাদের থেকে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন কীভাবে আশা করা যায়। তারা সবকিছু জানার পরও বিভিন্নভাবে শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে নিজেদের বিলাসিতা করার জন্য বিভিন্ন কমিটি গঠন করে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, মেনটর, পরামর্শদাতা হিসাবে নিয়োজিত হয়ে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন। তাদের থেকে দেশের শিক্ষা নিয়ে নতুন ভাবনাচিন্তা বাস্তব সম্মত নয়। তবে গত কয়েক দশক ধরে, শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে প্রতারণা ও নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করার জন্য নানা ফাঁকফোকর বের করেছেন। দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কোয়ালিটি পরীক্ষা করার জন্য সর্বভারতব্যাপী নেক মূল্যায়ন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তাদের কার্যকলাপ অত্যন্ত হাস্যকর। দেশের সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে নেকের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, না হলে অনুমোদন বাতিল করার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো সরকারি কলেজ গুলো বিভিন্ন রাজ্যে সরকার দ্বারা পরিচালিত। পঠন পাঠন, শিক্ষক নিয়োগ, পরিকাঠামো থেকে সবকিছুর দায়িত্বভার তাদের উপর। অনেক ব্যক্তিগত কোন কাজ করতে পারে না সরকারি নির্দেশনা ছাড়া। কি পড়ানো হবে,কতজন শিক্ষক দেওয়া হবে, পরিকাঠামো গত উন্নয়নে কত টাকা অনুমোদন দেওয়া হবে সবটাই নির্ভর করে সরকারের উপর। তারপর নাকি কলেজ কর্তৃপক্ষকে মূল্যায়নের শামিল হতে হবে। তারা বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখে কি দিবে তার উপর নির্ভর করে। কেন্দ্র সরকারের নানা অনুদানের জন্য আবেদন করতে পারবে। তবে মূল্যায়নে সন্তোষজনক নাম্বার না পেলে বঞ্চিত হবে সবকিছু থেকে। শুধু তাই নয়, মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা করতে হবে এবং পিয়ার টিমের জন্য যাতায়াত খরচ, খাওয়া দাওয়া, অগ্রিম খরচ জমা করতে হবে। পিয়ার টিমকে খুশি করতে পারলে মিলতে পারে ভালো নাম্বার। তারপর দুর্নীতিবাজ ঘুসখোর সদস্য হলে ভাগ্য পরিবর্তন হতেই পারে। তারপর দেশের উন্নয়ন ও একত্রিত কারণে বহু মানুষ নিরলস প্রচেষ্টা করছেন। শুরু থেকে আজ পর্যন্ত শিক্ষা নীতি গ্রহণ করা হয়েছে বিদেশি শিক্ষানীতির অনুকরণে। তারফলে ভারতীয় সমাজের বড় একটা অংশ আজও শিক্ষার সাথে তাল মিল রাখতে পেরে আড়াল থেকে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে ভারতীয়রা গ্রহণ করতে পারেনি ও অনেক সময় নানা রাজ্যের বিরোধ দেখা গেছে।

উচ্চ শিক্ষা থেকে বুনিয়াদি সবটাই নিয়ে দেশবাসী হতাশায়। কারণ দেশের আদলে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যক্রম করা হয়নি। সামাজিক এবং পরিকাঠামগত উন্নয়নকে গুরুত্ব না দিয়ে বারবার স্বাধীনতার পর থেকে শিক্ষা ব্যবস্থা ও নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। তার ফলে শিক্ষার প্রকৃত ফলাফল ও বাস্তবায়ন হয়নি। ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো পরিকাঠামো গত কমতি ও ছাত্র শিক্ষকের কম অনুপাত। এছাড়া বিষয় ভিত্তিক নানা কোষের উপযুক্ত এবং যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক শিক্ষিকার ঘাটতি।

লেখক: অধ্যাপক, দেওয়ান আব্দুল গণি কলেজ

মণিপুরে আবারও কারফিউ জারি, ইন্টারনেটে সেবা বন্ধ

আপনজন ডেস্ক: ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় মণিপুর রাজ্যে কারফিউ জারি করা হয়েছে। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ইন্টারনেট। রাজ্যটিতে ছয়জনের মরদেহ উদ্ধারের পর বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ায় এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। বেশ কয়েক মাস ধরে এ রাজ্যে জাতিগত উত্তেজনা বিরাজ করছে। ধারণা করা হচ্ছে মরদেহগুলো মেইতেই সম্প্রদায়ের। গত সপ্তাহে জিরিবাম জেলায় মণিপুর পুলিশ ও কুকি বিদ্রোহীদের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধ হয়। ওই ঘটনার পর থেকে তাঁরা নিখোঁজ ছিলেন। মণিপুরের স্থানীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, গতকাল শুক্রবার জিরিবামের একটি নদী থেকে তিনজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। অন্য তিনজনের মরদেহ আজ পাওয়া গেছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে সেনাবাহিনীর একটি সূত্র এএফপিকে জানিয়েছে, মরদেহগুলো উদ্ধারের খবর ছড়িয়ে পড়লে ক্ষুব্ধ জনতা বেশ কয়েকজন স্থানীয় রাজনীতিকের বাড়িতে হামলা চালিয়েছেন। তবে এতে সামান্যই ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। শনিবার বিক্ষোভকারীরা টায়ার জ্বালিয়ে রাজধানী ইম্ফলের সড়ক অবরোধ করেন। এরপর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির আশঙ্কায় শহরে কারফিউ জারির ঘোষণা দেয় মণিপুর সরকার। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে দুই দিনের জন্য মণিপুরের ব্রডব্যান্ড ও মোবাইল ইন্টারনেট সেবা বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, সহিংসতার কারণে গত বছর কয়েক মাস মণিপুরে ইন্টারনেট সেবা বন্ধ রাখা হয়েছিল। ওই সময় অন্তত ৬০ হাজার মানুষ গৃহহীন হন। ওই ঘটনার পর থেকে কয়েক হাজার বাসিন্দা জরুরি আশ্রয়শিবিরে বসবাস করছেন। চলমান বিরোধের কারণে তাঁরা এখনো নিজের বাড়িতে ফিরতে পারছেন না।

সরকারি চাকরি ও জমি নিয়ে দ্বন্দ্বের কারণে মেইতেই ও কুকি সম্প্রদায়ের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছে। মানবাধিকারকর্মীদের অভিযোগ, রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য স্থানীয় নেতারা জাতিগত বিভাজন বাড়াচ্ছেন।

ট্রাম্প-ঝড় মধ্যপ্রাচ্যে যে অদলবদল আনবে

বারাক বারফি

ডোনাল্ড ট্রাম্পের জয় বহু বিশ্বনেতাকে হতাশ করেছে। ইউরোপের নেতারা উদ্বিগ্ন। কারণ, ট্রাম্প তাঁদের বাণিজ্য থেকে শুরু করে প্রতিরক্ষা ব্যয় পর্যন্ত বিভিন্ন ইস্যুতে চাপে ফেলবেন। লাতিন আমেরিকার নেতাদের আশঙ্কা, অভিবাসন ইস্যুতে ট্রাম্প তাঁদের শায়েস্তা করবেন। তবে মধ্যপ্রাচ্যের নেতাদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে।

ট্রাম্প ফেরায় এ অঞ্চলের কিছু নেতা হতাশ। আবার কিছু নেতা খুশি। তবে যাঁরা এখন ট্রাম্পের জয়ে খুশি হচ্ছেন, তাঁরা হয়তো ট্রাম্প ক্ষমতা নেওয়ার পর তাঁর কাছে আরও ধীরস্থির ও কম খামখেয়ালি আচরণ আশা করতে শুরু করবেন।

ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদ থেকে সবচেয়ে বেশি লাভবান হবেন মিসরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসি এবং তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানের মতো স্বৈরাচারী শাসকেরা। ট্রাম্প এই দুজনেরই প্রশংসা করেছেন। সিসিকে তিনি তাঁর ‘প্রিয় স্বৈরশাসক’ এবং নিজেকে এরদোয়ানের ‘বড় ভক্ত’ বলে উল্লেখ করেছেন।

আগের মার্কিন প্রশাসনগুলোর মতো ট্রাম্প প্রশাসন মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের লঙ্ঘন নিয়ে সিসি ও এরদোয়ানের ওপর সম্ভবত চাপ দেবেন না। স্বৈরাচারদের কাজকর্মে অযাচিত হস্তক্ষেপ না করার যে নীতি ট্রাম্প অনুসরণ করবেন, তা তাঁদের খুশি করবে। মিসরের সঙ্গে আমেরিকার বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত আছে এবং তুরস্কের সঙ্গে সামান্য ঘাটতি আছে। ফলে দেশ দুটি জার্মানি, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার মতো ট্রাম্প প্রশাসনের বাণিজ্যসংক্রান্ত ক্ষোভের মুখে পড়বে না। পারস্য উপসাগরের শেখরাও ট্রাম্পের প্রেসিডেন্ট হওয়া থেকে উপকৃত হবে। আল-সিসি ও এরদোয়ানের ইরান নীতির বিপরীতে অবস্থান করছেন বাহরাইন, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের নেতারা। এই নেতারা ইরানের প্রভাবকে দুর্বল করার জন্য শক্তিশালী মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির অপেক্ষায় রয়েছেন। ট্রাম্পের আক্রমণাত্মক বক্তব্য ও ইরানের বিরুদ্ধে ‘সর্বোচ্চ চাপ’ পুনরুজ্জীবিত হলে বিশেষ করে বাহরাইনের সুন্নি রাজতন্ত্র খুশি হবে। কারণ, ইরান কোণঠাসা হলে তারা বাহরাইনের শিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে উসকানি দেওয়া থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হবে। পারস্য উপসাগরের দেশগুলোও ট্রাম্পের প্রেসিডেন্ট হওয়া থেকে উপকৃত হবে। বিশেষ করে বাহরাইন, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের নেতারা ইরানের প্রভাব কমানোর জন্য শক্তিশালী মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি চান।

এ ছাড়া উপসাগরীয় দেশগুলো ট্রাম্পের আদান-প্রদানমূলক মেজাজ এবং বড় বড় জমকালো প্রদর্শনীর জৌলুশপূর্ণ দেখনদারির প্রতি ট্রাম্পের আগ্রহের সুযোগ নিতে পারে। এর অংশ হিসেবে তারা ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে এমন সব বড় অঙ্কের অস্ত্র চুক্তি করার ঘোষণা দিতে পারে, যদিও সেসব বাস্তবায়নের কোনো ইচ্ছা তাঁদের না-ও থাকতে পারে।

এর বাইরে মধ্যপ্রাচ্যের অন্য মার্কিন মিত্রদের সমস্যার মুখে পড়তে হবে। হামাস ও অন্য ইসলামি গোষ্ঠীগুলোকে সমর্থন দেওয়ার জন্য রিপাবলিকানরা কাতারকে আক্রমণ করবে। এ ছাড়া লেবাননে বোমাবর্ষণ বন্ধ করার জন্য আমেরিকানরা জেরুজালেম ও বৈরুতের মধ্যে আর দূতিয়ালি করে যাওয়া-আসা করবে না।

ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হওয়ায় সিরিয়ার কুর্দি গণতান্ত্রিক ইউনিয়ন পার্টি (পিওয়াইডি) সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তুরস্কের কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টির (পিকেকে) সিরিয়ান শাখা হিসেবে কাজ করা এই গোষ্ঠী ১৯৮৪ সাল থেকে তুরস্কের সরকারের বিরুদ্ধে মাঝেমধ্যে সশস্ত্র বিদ্রোহ চালিয়ে আসছে।

সম্প্রতি তারা আঙ্কারায় একটি মহাকাশ সংস্থায় হামলা চালিয়ে পাঁচজনকে হত্যা করেছে। যেহেতু মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকান সেনা মোতায়েনে ট্রাম্পের অনীহা আছে, যেহেতু ট্রাম্প এরদোয়ানকে পছন্দ করেন, সেহেতু তিনি সিরিয়ায় থাকা প্রায় ৯০০ মার্কিন সেনাকে ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এই মার্কিন সেনাদের মূলত ইসলামিক স্টেটের (আইএস) পুনরুত্থান ঠেকাতে সেখানে মোতায়েন রাখা হলেও তারা সিরিয়ার কুর্দি দল পিওয়াইডিকে তুরস্কের আক্রমণ থেকে বাঁচতেও সাহায্য করে।

এখন যদি পিওয়াইডি যুদ্ধের মাঠে মার্কিন সমর্থন হারায় এবং তুরস্কের দিক থেকে আক্রমণ আসার আশঙ্কা করে, তাহলে তারা রাশিয়া বা সিরিয়াকে আবার সীমান্তে সেনা মোতায়েন করতে বলতে পারে। এ কারণে, ট্রাম্পের প্রশাসন সিরিয়ার জন্য পরোক্ষভাবে লাভজনক হতে পারে। ট্রাম্পের হোয়াইট হাউসে ফিরে আসাটা আমেরিকার শত্রু ইরান এবং ইরানের সহযোগী সংগঠন হামাস ও হিজবুল্লাহর জন্য সবচেয়ে বেশি উদ্বেগের বিষয় হওয়ার কথা।

এর কারণ হলো, ট্রাম্প এই দফায় ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে ফিলিস্তিন ইস্যুতে যা ইচ্ছা তাই করার স্বাধীনতা দিতে পারেন। বেনিয়ামিনের সামনে বাইডেন অল্প যা কিছু সীমাবদ্ধতা আরোপ করেছেন, ট্রাম্প সেগুলো তুলে নিতে পারেন।

ইরান ট্রাম্পকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছে বলে সম্প্রতি যেসব খবর বেরিয়েছে, তা নিশ্চিতভাবেই ট্রাম্পকে খেপিয়ে তুলবে। ইরানের তেল ও পরমাণু স্থাপনার ওপর ইসরায়েল হামলা চালালে সে হামলার বিষয়ে ট্রাম্পের আপত্তি তোলার সম্ভাবনা কম। এ ছাড়া গাজায় বেসামরিক মানুষের হতাহত হওয়া বা পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি বসতির ওপর সহিংসতা নিয়েও তিনি দুঃখ প্রকাশ করবেন বলে মনে হয় না।

ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে নেতানিয়াহু শুধু চাইতেন, ট্রাম্প যেন ইসরায়েলকে তার মতো কাজ করতে দেন এবং পশ্চিম তীরে ইহুদি বসতি সম্প্রসারণের সমালোচনা না করেন। কিন্তু এই দফায় তিনি ইসরায়েলের নীতিগুলো বাস্তবায়নে আমেরিকার জোরালো সমর্থন চান।

নেতানিয়াহুর আচরণ এবং তিনি কী করতে যাচ্ছেন, সে বিষয়ে ট্রাম্পের সম্যক ধারণা আছে। ২০২০ সালে হোয়াইট হাউসের এক অনুষ্ঠানে যখন নেতানিয়াহু বসতি সম্প্রসারণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন ট্রাম্প বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি সে সময় নেতানিয়াহুকে সমর্থন দেননি। এমনকি তিনি সে সময় নেতানিয়াহুর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে সমর্থন দেওয়ার কথাও ভেবেছিলেন। তবে এবার ট্রাম্প সে অবস্থান থেকে সরে আসবেন বলে মনে হচ্ছে।

ট্রাম্পের ফিরে আসাটা মার্কিন পররাষ্ট্রনীতিতে বড় পরিবর্তন আনবে। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন নীতিতে বড় অদলবদল আসবে।

এই অঞ্চল ইতিমধ্যে অনেক যুদ্ধ, বিপ্লব এবং জিহাদি বিদ্রোহ সহ্য করেছে। তাই তারা হোয়াইট হাউসে একজন শক্তিশালী এবং কঠোর নেতাকেও সহ্য করে টিকে থাকতে পারবে বলে মনে হয়। তবে ট্রাম্পের নতুন মেয়াদে আমেরিকার মিত্র ও শত্রুরা সমানভাবে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত হবে কি না, সেটা এখনো স্পষ্ট নয়। সময়ই তা বলবে।

বারাক বারফি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান নিউ আমেরিকার একজন সাবেক রিসার্চ ফেলো

স্বত্ব: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট, অনুবাদ:

প্রথম নজর

বিপ্লবী বটুকেশ্বর দত্তের জন্মদিন পালনে সেজে উঠেছে ওঁয়ারি গ্রাম

এম এস ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: বটুকেশ্বর দত্ত ছিলেন ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। ১৯১০ সালের ১৮ই নভেম্বর ব্রিটিশ ভারতের অবিভক্ত বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ থানার ওঁয়ারি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬৫ সালের ২০শে জুলাই শহীদ-এ-আজম বন্ধু ভগৎ সিং-এর মায়ের কোলে মাথা রেখে তিনি মৃত্যুবরণ করেন দিল্লির এক হসপিটালে। তিনি ভগৎ সিংয়ের সঙ্গে ১৯২৯ সালের ৮ই এপ্রিল দিল্লির কেন্দ্রীয় সংসদ ভবনে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। তাদের লক্ষ্য ছিল কারো ক্ষতি করা নয়, বরং ইংরেজ সরকারকে 'বধিরকে শোনাতে উচ্চকণ্ঠ' বার্তা পৌঁছানো। গ্রেপ্তার হওয়ার পর বটুকেশ্বর দত্ত জেলে অত্যন্ত কঠোর পরিস্থিতিতে জীবনযাপন করেন এবং রাজবন্দীদের অধিকারের জন্য ১১০ দিনের দীর্ঘ অনশন করেন। ভগৎ সিং-এর সঙ্গী হিসেবে বটুকেশ্বর দত্ত ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাসে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে আছেন। পার্লামেন্টে বোমা ফেলা ও সান্ডারসন হত্যা মামলায় ভগৎ সিং-এর ফাঁসি হয়ে যায়, এবং বটুকেশ্বর দত্তকে আন্দামানের সেলুলার জেলে বন্দি করা হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও তিনি দীর্ঘদিন মুক্তি পাননি। ইংরেজ সরকারের সঙ্গে ভারতীয় রাজনীতিকদের চুক্তি অনুযায়ী তাকে মুক্তি দেয়া হয়। স্বাধীন ভারতের এই বিপ্লবীর শেষ জীবন ছিল বেদনাদায়ক। টিবি রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি গভীর দারিদ্র্যে দিন কাটান। স্বাধীন ভারতে তেমন কোনো সম্মান বা সাহায্য না পেয়ে জীবিকা নির্বাহের জন্য পরিবহণ ব্যবসা শুরু করলেও অভাব-অনটনের সঙ্গে জীবন সংগ্রাম করতে হয়। তার শেষকৃত্য ভগৎ সিং-এর সমাধির পাশে পাঞ্জাবের ফিরোজপুরে সম্পন্ন হয়। মৃত্যুর পর ভারত সরকার তাকে রাজকীয় সম্মাননা জানায়। দিল্লি থেকে হেলিকপ্টারে তার গ্রামের বাড়ির মাটি নিয়ে গিয়ে পাঞ্জাবে ভগৎ সিং এর সমাধির পাশে পৌঁছানো হয়। ভারত সরকার প্রথমবারের মতো তিন দিন জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করে রাখে। বর্তমানে বীর বিপ্লবী বটুকেশ্বর দত্তের স্মৃতি সংরক্ষণের লক্ষ্যে একটি স্মৃতি সংরক্ষণ কমিটি তৈরি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রায় এক কোটি টাকা খরচ করে একটি মিউজিয়াম নির্মাণ করেছে। ১৮ নভেম্বর তার জন্মদিন উপলক্ষে খণ্ডঘোষের ওঁয়ারি গ্রামে বিপ্লবীর জন্মস্থান সাজিয়ে তোলা হয়েছে। বটুকেশ্বর দত্ত স্মৃতি সংরক্ষণ কমিটির পক্ষ থেকে মধুসূদন চন্দ্র জানান, এই বিশেষ দিনটি স্মরণীয় করে রাখতে পূর্ব বর্ধমানের জেলা শাসক আয়েশা রাণী সহ অন্যান্য সরকারি আধিকারিকরা উপস্থিত থাকবেন। বটুকেশ্বর দত্তের কন্যা ভারতী দত্ত পাটনায় বসবাস করছেন এবং তিনি স্মৃতি সংরক্ষণ কমিটির প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। খণ্ডঘোষের ওঁয়ারি গ্রামে এক সময় ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত আত্মগোপন করেছিলেন। সেই স্থানটি সংরক্ষণ করে সেখানে একটি ডেমো বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়েছে। এই এলাকায় সাজ সাজ রব উঠেছে তার জন্মদিন উপলক্ষে।

জাতীয় স্তরের কর্মশালা মেদিনীপুর সিটি কলেজে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মেদিনীপুর

আপনজন: মেদিনীপুর শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত মেদিনীপুর সিটি কলেজে অনুষ্ঠিত হচ্ছে পাঁচদিনের জাতীয় স্তরের বিজ্ঞান বিষয়ক কর্মশালা। একাদশ শ্রেণীর বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ভবিষ্যতে বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণা, নিজস্ব উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ, সৃজনশীল প্রতিভার উন্মেষ ঘটানোর লক্ষ্যে ভারত সরকারের ডিপার্টমেন্ট অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি এবং মিনিস্ট্রি অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি এর যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত আবাসিক এই কর্মশালায় পশ্চিম মেদিনীপুর সহ প্রতিবেশী আরো তিনটি জেলা থেকে মোট ২০০ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেছে এই বিশেষ শিবিরে। ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে বাংলা এবং ইংরেজি উভয় মাধ্যমের মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৯০ শতাংশের উপর নম্বর প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী যারা শুধুমাত্র একাদশ শ্রেণীতে বিজ্ঞান বিভাগে পড়াশোনা করছে তারাই এই কর্মশালায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে। মেদিনীপুর সিটি কলেজে পাঁচ দিন ধরে চলা বিজ্ঞানের আবাসিক কর্মশালাটি একটি আবাসিক কর্মশালা। গত ১৩ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া এই আবাসিক শিবিরে ভারতের বিভিন্ন নামী প্রতিষ্ঠান থেকে বিজ্ঞানীরা প্রত্যহ উপস্থিত থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করে কর্মশালাকে বিশেষ মাত্রা দিয়েছে। বিশেষ বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুনের এস সি সি এস র অধ্যাপক ড. জি সি মিশ্র, ব্যাঙ্গালোরের আই আই এস সি এর অধ্যাপক ড. পি কে দাস, খড়গপুর আইআইটির অধ্যাপক ড.মিহির কুমার দাস এবং অধ্যাপক ড. মানস কুমার লাহা। ১৩ ই নভেম্বর বিজ্ঞান বিষয়ক এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড.সুশান্ত চক্রবর্তী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধক অধ্যাপক ড. জয়ন্ত কিশোর নন্দী, মেদিনীপুর সিটি কলেজের কর্ণধার অধ্যাপক প্রদীপ ঘোষ, অধ্যক্ষ অধ্যাপক ড.সুদীপ্ত চক্রবর্তী, উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. কুন্তল ঘোষ, কর্মশালার আহ্বায়িকা অধ্যাপিকা ড.শ্রাবণী প্রধান প্রমুখ। ডি এস টি ইন্সপায়ার ইন্টার্নশিপ বিজ্ঞান কর্মশালার আহ্বায়ক মেদিনীপুর সিটি কলেজের পুষ্টিবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপিকা ড. শ্রাবণী প্রধান বলেন, ভারতের বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণা বিষয়ে যারা দিকপাল ব্যক্তিত্ব যাদের গবেষণা আজও আমাদের কাছে প্রতি মুহূর্তে বিশেষ বিশেষ সম্ভার এনে দিচ্ছে। শিবির চলবে ১৭ ই নভেম্বর রবিবার পর্যন্ত।

ট্যাবের টাকা লোপাটের অভিযোগে গ্রেফতার শিক্ষক

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মালদার হবিবপুর থানার ছাত্র ছাত্রীদের ট্যাবের টাকা লোপাটের অভিযোগে গ্রেপ্তার এক শিক্ষক। কোচবিহারের দিনহাটার একটি প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক মনোজিৎ বর্মনকে কোচবিহারের পুলিশের সহযোগিতায় গ্রেপ্তার করে হবিবপুর পুলিশ। ধৃতকে রবিবার মালদহ জেলা আদালতে পেশ হয়। আদালতের নির্দেশে ধৃতকে ১০ দিনের পুলিশি হেফাজতের নেওয়ার আবেদন করেন হবিবপুর থানার পুলিশ। প্রসঙ্গত কিছুদিন আগে মালদার হবিবপুর থানার কেন্দপুকুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের ট্যাবের টাকা লোপাটের অভিযোগ উঠে। অভিযোগে উঠে আসে আরও কয়েকটি স্কুলের নাম। এবার মালদার হবিবপুর থানায় দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে নাম উঠে আসে দিনহাটার সিতাইমারীর স্টেট প্ল্যান্ট প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকের নাম আসতেই শিক্ষক মনোজিৎ বর্মণ গ্রেপ্তার করে। সূত্রে খবর, বিভিন্ন ব্যাংকে মনোজিতের নামে অন্তত ২০টি অ্যাকাউন্ট রয়েছে। তার মধ্যে কিছু আটটি অ্যাকাউন্টে ট্যাবের টাকা ঢোকার হদিশ পেয়েছেন তদন্তকারীরা। তদন্তে নেমে শনিবার রাতে কোচবিহারের দিনহাটা থানার অন্তর্গত মাদার লেনের বাসিন্দা মনোজিৎ বর্মন কে গ্রেপ্তার করা হয়। মনোজিতের বিরুদ্ধে অভিযোগ, শিক্ষা পোর্টাল হ্যাক করে ছাত্রদের জায়গায় নিজের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর জুড়েছেন তিনি। কমপক্ষে আটটি অ্যাকাউন্ট থেকে ট্যাবের টাকা গায়েব করেছেন তিনি। উল্লেখ্য, ২০২১ সাল থেকে 'তরুণের স্বপ্ন' প্রকল্প চালু করে রাজ্য সরকার।সেই প্রকল্পের আওতায় এতদিন শুধুমাত্র দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র ছাত্রীদের ট্যাব কেনার জন্য টাকা দেওয়া হত। এবার একাদশ শ্রেণির ছাত্র ছাত্রীদেরও এই প্রকল্পের আওতায় যুক্ত করা হয়েছে। স্কুল কর্তৃপক্ষই যোগ্য পড়ুয়াদের নাম, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট

নম্বরের তালিকা তৈরি করে শিক্ষা দপ্তরে পাঠানোর ব্যবস্থা করে থাকেন। সেই তালিকার ভিত্তিতেই ট্যাবের টাকা পড়ুয়াদের অ্যাকাউন্টে দশ হাজার করে টাকা জমা পড়ার কথা। এবছর অনেক ছাত্র ছাত্রীদের অভিযোগ, তাদের অ্যাকাউন্টে ট্যাবের কোনও টাকাই ঢোকেনি। ট্যাব টাকা লোপাটের অভিযোগ সামনে আসার পরই হইচই শুরু হয় মালদা সহ রাজ্য জুড়ে। পুলিশ সূত্রেরখবর, ট্যাব কেলেঙ্কারির টাকা যেসব অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে সেগুলি ভাড়া নেওয়া অ্যাকাউন্ট। ৩০০ টাকা থেকে পাঁচ হাজার টাকার বিনিময়ে অ্যাকাউন্টগুলি ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। ভাড়া করা সেই অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকার কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই টাকা তুলে নেওয়া হয়। টাকা তোলার আগে কয়েকটি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছিল। যে সব কম্পিউটার থেকে জালিয়াতি করা হয়েছে সেগুলির আইপি অ্যাড্রেস চিহ্নিত করে এগোচ্ছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। যদিও পুলিশ সূত্রে খবর স্কুল কর্তৃপক্ষের ভুলের জন্যই এসব টাকা খোয়া গিয়েছে হ্যাকারদের হাতে।যেসব পোর্টালের পাসওয়ার্ড সরকারিভাবে দেওয়া হয়েছিল। সেসব পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করার জন্য শিক্ষা জানানো হয়েছিল কিন্তু শিক্ষা দপ্তর তরফ থেকে কোন পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করা হয়নি বেশকিছু স্কুলে। সেইসব স্কুলে তরুণের স্বপ্ন' প্রকল্প টাকা পাঠানোর জন্য যে ওয়েবসাইট ব্যবহার করা হতো তার পাসওয়ার্ড না চেঞ্জ করে সরকারি যে কমোন পাসওয়ার্ড বিভিন্ন স্কুলে দেওয়া হয় পাসওয়ার্ডের শেষের ডিজিট দুই একটা অক্ষর চেঞ্জ হয়। সেই সুযোগে হ্যাকারদের অ্যাকাউন্ট গুলি খুলে টাকাগুলি হ্যাকারদের নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকিয়ে নেই এমনটাই মনে করছে পুলিশ সূত্রে। এখন দেখার তদন্তে আর কি তথ্য উঠে আসে।

হাসনাবাদে পথ চলা শুরু গ্রীনপেজ মিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: বসিরহাটের মহকুমার অন্তর্গত প্রত্যন্ত এলাকায় শিক্ষার সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে হাসনাবাদে এই প্রথম আধুনিক বিজ্ঞান ভিত্তিক গ্রীনপেজ মিশনের সূচনা হল। নুর এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সহযোগিতায় এই প্রতিষ্ঠানটি 'শিক্ষার আলো, ঘরে ঘরে জ্বালো আর নার্সারি বা কেজি স্কুল নয়' এই স্লোগানকে সামনে রেখেই তাদের পথচলা শুরু করল। এই মিশনে নার্সারি থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত হিন্দি ইংরেজি অংকন আবৃত্তি ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণ এক কথায় পরিপূর্ণ একটি শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। যেটা এলাকায় কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নেই বললেই চলে। আদর্শ মিশনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার লক্ষ্য প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক শিক্ষক মিজানুর রহমান মন্ডলের। তিনি বলেন, সুন্দর পরিষেবা দিতে আমরা নুর এডুকেশনাল এন্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের কর্তৃপক্ষের নিরলস পরিশ্রম করে গড়ে তোলা হয়েছে গ্রীন পেজ মিশন, যেটা সমাজকে স্বপ্ন দেখাবে। আমাদের দীর্ঘ বিশ্বাস মানুষের পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা পেলে এই মিশন জাতির জন্য আদর্শ উচ্চমানের প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়াবে। বিজ্ঞানভিত্তিক উন্নতমানের শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখানেই আমাদের মিশনের সাথে সাধারণ বিদ্যালয়ের পঠনপাঠনের বিশেষত্ব। শুক্রবার বিভিন্ন শিক্ষকদের নিয়ে বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় গ্রীন পেজ মিশনে। এদিনের এই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন সুরজিৎ বিশ্বাস গ্রীন পেজ মিশনের প্রিন্সিপাল, শিক্ষক তৌহিদুর রহমান সহ একাধিক বিশিষ্টজনেরা।

একগুচ্ছ প্রকল্পের সূচনা কল্যাণের

সেখ আব্দুল আজিম ● ডানকুনি

আপনজন: শনিবার ডানকুনি এক নম্বর ওয়ার্ডে একগুচ্ছ প্রকল্পের সূচনা করলেন শ্রীরামপুর সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে বাস স্ট্যান্ড ও আইসিডিএস কেন্দ্র এছাড়া পাম্প হাউস এবং নবনির্মিত রাস্তা সমূহ। প্রসঙ্গত আজকের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকার করেন শ্রীরামপুর সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ডানকুনি পৌরসভার চেয়ারম্যান হাসিনা শবনম, পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান প্রকাশ লাহা, হুগলি জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ সুবীর মুখার্জি, ডানকুনি পৌরসভার আধিকারিক বৃন্দ প্রমুখ। হাসিনা শবনম কোন খাত থেকে কত টাকা এসেছে তার বিবরণ দেন জনসমক্ষে। তিনি বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ উদ্যোগে হুগলি জেলার নানা এলাকায় বিশেষ করে ডানকুনিতে নানা প্রকল্পের সূচনা হচ্ছে।

ভাঙড়ে রক্তদান শিবিরে স্বামী-স্ত্রী-কন্যার নজির সৃষ্টি একসঙ্গে রক্তদানে

সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে ● ভাঙড়

আপনজন: দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙড়ের সার্দার্ন হেলথ ইমপ্রুভমেন্ট সমিতি শিস ও কিছু সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে ও আয়োজন রক্তদান শিবির ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হল। এদিন একই পরিবারের তিন জন স্বামী-স্ত্রী ও কন্যা রক্তদান করেন। পূর্ব কাঁঠালিয়ার বাসিন্দা স্বাস্থ্য কর্মী মহম্মদ কামরুল ইসলাম তার স্ত্রী গৃহবধূ নার্গিস পারভীন ও কন্যা শিক্ষার্থী জুই জেসমিন রক্তদানের মাধ্যমে নজির সৃষ্টি করেছেন। কাঁঠালিয়াতে শিস চক্ষু হাসপাতালের প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় এদিনের রক্তদান শিবির ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতা। ১৭ নভেম্বর রবিবারের কর্মসূচি তে ছিল বক্তব্য, কবিতা পাঠ, হেলমেট বিতরণও। রক্তদান শিবিরে কিছু ব্যাক্তিকে হেলমেট প্রদান করে কলকাতা পুলিসের ভাঙড় ট্রাফিক গার্ডে। নিউ লাইফ ফাউন্ডেশন এদিন রক্তদাতাদের কম্বল প্রদান করে। চিত্রাঙ্কন ও প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের পুরস্কার প্রদান করে ম্যাজিক ফুড অ্যান্ড হসপিটালিটি সার্ভিসেস। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন শিস-এর কর্ণধার আব্দুল ওহাব, ভাঙড় ট্রাফিক গার্ডের ওসি মিদ্দা ইমাম উদ্দিন, মানবতা সংস্থার কর্ণধার জুলফিকার আলী পিয়াদা, সমাজ কর্মী আশরাফুল ইসলাম প্রমুখ। কবিতা পাঠ করেন মহম্মদ মফিজুল ইসলাম, প্রতিবেদক প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন কেয়া ইসলাম। এদিন উপস্থিত ছিলেন নতুন সূর্য সংস্থার সম্পাদক আরবিনা পারভীন, স্বপ্নের ভাঙড় সংস্থার পক্ষে আরিফ মহম্মদ মালি, আমার ভাঙড় সংস্থার কর্ণধার ইয়াউর রহমান, প্রিয় ভাঙড় সংস্থার পক্ষে ফারুক হাসান মোল্লা প্রমুখ।

কচিকাঁচাদের শিক্ষার পথ দেখাচ্ছে লক্ষ্মীপুরের ইসলামিক কিন্ডারগার্টেন

নাজমুস সাহাদাত ● কালিয়াচক

আপনজন: আধুনিক সভ্যতার প্রতিযোগিতামূলক স্তরে আধুনিকতম যুগোপযোগী ও তার পাশাপাশি ইসলামিক শিক্ষার অত্যন্ত প্রয়োজন। আধুনিক ও ইসলামিক শিক্ষার বিপ্লব ও উন্নয়নকে পাথেয় করে, ছোট্ট চারাগাছকে বিশাল মহীরুহে পরিণত করার আশা ও সুদৃঢ় পদক্ষেপ নিয়ে শুরু হয়েছিল কালিয়াচকের শেরশাহী দক্ষিণ লক্ষ্মীপুরের কচিকাঁচা ইসলামিক কিন্ডারগার্টেন। বহু সময় ও অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্য দিয়েও শিক্ষার আলো ছড়াতে পিছুপা বা দিশেহারা হয়নি। প্রতিষ্ঠার দশটা বছর অতিক্রম করে চিন্তাশীলতা ও মননশীলতাকে কাজে লাগিয়ে একের পর এক ঐতিহাসিক ঘটনার বিরল সাক্ষী এই কচিকাঁচা ইসলামিক কিন্ডারগার্টেন। প্রকৃত শিক্ষার দ্বারা মানুষজাতী তার আদিম স্বভাবের অজ্ঞতা মূর্খতাকে পরাস্ত করে পূর্ণাঙ্গ মানুষ রূপে ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে সক্ষম। তবে যুগের পর যুগ মানুষ তার জ্ঞানের শিখায় কোটি কোটি মানুষের অন্তরে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়েছে। দেখা যাচ্ছে সর্বস্তরের অভিভাবকরা তার সন্তান-সন্ততিদের সামগ্রিক বিকাশ সাধনকে উন্নতি করার লক্ষ্যে অন্যান্য নজির সৃষ্টি করতে এবং ভবিষ্যৎ ক্ষতির মুখ থেকে প্রতিটি শৈশবকে রক্ষা করতে এই ইসলামিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দিকে এগিয়ে আসছে। তার সাথে সাথে আগাছা দমন করে প্রতিটি শিশুকে বাগানের মালির ন্যায় লালন পালন করে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর

'কচিকাঁচা ইসলামিক কিন্ডারগার্টেন' স্কুল। এই স্কুলটি নার্সারি থেকে পঞ্চম শ্রেণীর একটি বাংলা মাধ্যম আবাসিক ও অনাবাসিক শিশু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে মেধা প্রবেশিকা পরিক্ষায় কৃতি হিসেবে পুরস্কৃত। বিজ্ঞানমঞ্চ মেধা পরিক্ষায়, জানা-অজানা মেধা পরিক্ষায়, আল আমীন মিশন, কালিয়াচক ট্যালেন্ট সার্চ সহ জেলা ও রাজ্যে স্থানাধীকারী হয়েছে। এই কচিকাঁচা ইসলামিক কিন্ডারগার্টেন স্কুলের পঠনপাঠনে বিভিন্ন ধরনের বৃত্তি ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য পাঠ দান, পাঠ পরিকল্পনা ভিত্তিক পাঠদান ও পাঠ্যানুশীল, স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি যুক্ত খাদ্য ও আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জলের সরবরাহ, সকল ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিষয় ভিত্তিক বিভিন্ন স্বনামধন্য ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষক শিক্ষিকাদের মাধ্যমে প্রতিদিন কোচিং-এর ব্যবস্থা, ক্লাস টেস্ট ও ইউনিট টেস্ট এবং টার্মিনাল টেস্টের এবং শিক্ষার্থীদের ভালো ফলাফল ও আরও বেশি বিষয় ভিত্তিক জ্ঞানার্জনের জন্য সৃজনশীল পদ্ধতিতে গ্রুপ ওয়ার্ক, স্পট টেস্ট, ক্লাস ইউনিট টেস্ট, সারপ্রাইজ টেস্ট, মাসিক টেস্ট, টিউটোরিয়াল পরিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিশেষ ভাবে প্রস্তুতি গ্রহণের ব্যবস্থা। এছাড়াও দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে সময় রাখতে নিয়মিত খেলাধুলা এবং শরীরচর্চা ও বিদ্যুতের পরিবর্তে শক্তি যোগানের জন্যে জেনারেটরের সুব্যবস্থা এবং আবাসিক ছাত্রছাত্রীদের জন্যে পৃথক পৃথক আবাসন করা হয়েছে। এদিন রবিবার এই কচিকাঁচা ইসলামিক কিন্ডারগার্টেনের ভর্তি মেধা প্রবেশিকা পরিক্ষা নেওয়া হয় এবং এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে স্কুলের পক্ষ থেকে শিক্ষারত্ন প্রাপ্তি শিক্ষিকা তানিয়া রহমত, অবসরপ্রাপ্ত বিশিষ্ট শিক্ষক আমিনুল ইসলাম, চিকিৎসক হাজেরুল ইকবার ও শিক্ষানুরাগী আব্দুর রশিদকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। এছাড়াও ছিলেন, কচিকাঁচা ইসলামিক কিন্ডারগার্টেনের সম্পাদক আনিকুল ইসলাম ও প্রধান শিক্ষক নাজমুল হক সহ স্কুলের অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে উন্নত চিকিৎসার দাবিতে আন্দোলন ঢোলাহাটে

সাবির আহমেদ ● ঢোলাহাট

আপনজন: কাকদ্বীপ রামচন্দ্রনগর প্রাথমিক কাকদ্বীপ ব্লকের ঢোলাহাট থানার অন্তর্গত রামচন্দ্রনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র সংলগ্ন এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি তাদের এলাকার প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বেড সহ সাধারণ রোগের উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু হোক। প্রত্যেক মানুষের মৌলিক চাহিদার একটি হল স্বাস্থ্য। সেই জরুরি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রত্যন্ত এলাকায় ১৯৫৬ সালে বিশিষ্ট সমাজসেবক দাউদ আলি ঘোরামী মহাশয় নিজ ভূমি থেকে একত্রে প্রায় ১১ বিঘা জায়গা ঢোলাহাটের রামচন্দ্রনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণের জন্য দান করেন।১৯৭২ সালে তাঁর দানকৃত জায়গায় হাসপাতালের প্রথম ভিত্তি স্থাপন হয়। ১৯৮৪ সালে সেখানে প্রথম চিকিৎসা পরিসেবা শুরু হয়।১৯৯৮ সালে বিশ্ব ব্যাংকের দেওয়া প্রায় ৭২ লক্ষ টাকায় সেই জায়গায় আবার ছয়টি আধুনিক মানের হাসপাতাল বিল্ডিং নির্মিত হয়। কিন্তু মানুষ বঞ্চিত সুচিকিৎসার সুবিধা থেকে। কেবল দুই তিনজন ডাক্তার, কিছু রোগের চিকিৎসা ঘর ও বিনামূল্যে ঔষধ প্রদানের ব্যবস্থা। বঞ্চিত মানুষের দাবিগুলো নিয়ে এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সাধারণ জনগণকে নিয়ে একটি সভা আহ্বান করেন। উপস্থিত ছিলেন ডাঃ বামাচরন ঘোরামী, মাওলানা জামির হোসেন, ডাঃ ইবতিখার খাঁন, আকরাম হোসেন লস্কর, প্রাক্তন উপপ্রধান রবিরাম হালদার, হাবিবুল্লাহ মোল্লা, গোলাম হোসেন ঘোরামী, সুবিদ আলী মোল্লা, ভোলা হালদার প্রমুখ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

তৃণমূলের বুথ কর্মী সভা রামপুরহাটে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: সম্প্রতি বিজয়া সম্মিলনী উপলক্ষে ব্লক ভিত্তিক তৃণমূল কংগ্রেসের সভা সম্মেলন শেষ হয়েছে। এরপর বুথস্তরীয় কর্মীদের নিয়ে ব্লক ভিত্তিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। সেরূপ রবিবার রামপুরহাট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে রামপুরহাট বিধানসভার অন্তর্গত রামপুরহাট ১ নং ব্লক ও শহর তৃণমূল কংগ্রেসের বুথস্তরীয় কর্মীদের নিয়ে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ডেপুটি স্পীকার তথা বিধায়ক ড. আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ শতাব্দী রায়,রামপুরহাট ১নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নীহার মুখার্জি,রামপুরহাট শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সৈয়দ সিরাজ জিম্মি সহ ব্লক এবং শহরের সকল স্তরের নেতা কর্মীরা। আলোচনা সভায় উঠে আসে যে জেলার সমস্ত এলাকায় তৃণমূল ভালো ফলাফল করলেও রামপুরহাট শহর এলাকায় কেন পিছিয়ে রয়েছে। এনিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করেন নেতৃত্ব।

কচুয়ায় মহিলা সহ ১০৫৮ জনের রক্তদান

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ক্যানিং

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ভাঙ্গড় থানার প্রত্যন্ত গ্রাম কচুয়ায় হয় রক্তদান শিবির। এই গ্রামের ছেলে মমতাজুলের সহযোগিতায় কচুয়া সবুজ সংঘের আয়োজিত রক্তদান শিবিরে উপস্থিত হন শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ এমনকি প্রশাসনের কর্মকর্তারাও। এদিনের রক্তদান শিবিরে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকাত মোল্লা। শওকত মোল্লা বলেন, রক্তদান মহৎ দান এই মহৎ কাজ যারা করে তাদেরকে তিনি সাধুবাদ জানান। এলাকার বহু মানুষের রক্তের প্রয়োজনের ঘাটতি মিটিয়ে তাদের জীবন বাঁচানোর কাজ করে চলেছে তাদের পাশে থেকে সব সময় সহযোগিতা করব বলে আশ্বাস দেন ভাঙ্গড় এক নম্বর ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শাহজাহান মোল্লা, এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঝরনা মন্ডল প্রমুখ।

কালচারাল সার্কেলের সাংস্কৃতিক সভা

আপনজন ডেস্ক: সম্প্রতি কলকাতা কালচারাল সার্কেলের ৫০ তম সংস্কৃতি চক্র, পালবাজার কলকাতা - ৭৫ এ অনুষ্ঠিত হল। এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট সাহিত্যিক সুচিত চক্রবর্তী কে কলকাতা কালচারাল সার্কেলের কর্ণধার গৌতম রায় চৌধুরী সম্বর্ধনা দেন। সুচিত চক্রবর্তী স্বরচিত কবিতা পাঠ উপস্থিত শ্রোতাদের কাছে তুলে ধরেন। শ্রুতি নাটক পরিবেশনায় ছিলেন গৌতম রায়চৌধুরী, শিখা রায়চৌধুরী ও বৈতালিক এর কর্ণধার সুমিত দাসগুপ্ত। সর্বশেষে দ্বৈত সংগীত পরিবেশনায় ছিলেন শ্রী গৌতম রায়চৌধুরী ও শ্রীমতী সীমা চ্যাটার্জী।

৭ গোলে নেশনস লিগে জার্মানির রেকর্ড

আপনজন ডেস্ক: উয়েফা নেশনস লিগের কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল আগের ম্যাচেই। জার্মানির জন্য বসনিয়া অ্যান্ড হার্জেগোভিনা ম্যাচ ছিল গ্রুপসেরা নিশ্চিত করার। আর এই ম্যাচেই এক এক করে ৭ গোল দিয়েছে জার্মানি। উয়েফা নেশনস লিগের ইতিহাসে বসনিয়ার বিপক্ষে জার্মানির ৭-০ ব্যবধানই সবচেয়ে বড় জয়ের রেকর্ড। রেকর্ড গড়া ম্যাচে জার্মানির হয়ে জোড়া গোল করেছেন ফ্লোরিয়ান ভির্ৎস এবং টিম ক্লেইনডিয়েনস্ট। একটি করে গোল করেছেন জামাল মুসিয়ালা, কাই হাভার্টজ ও লেরয় সানে।
ফ্রেইবুর্গের ইউরোপা-পার্ক স্টেডিয়নে হওয়া ম্যাচটিতে জার্মানিকে ম্যাচের দ্বিতীয় মিনিটেই এগিয়ে দেন মুসিয়ালা। ২৩তম মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন টিম ক্লেইনডিয়েনস্ট। বরুসিয়া মনশেনগ্লাডবাখে খেলা এই ফরোয়ার্ড গত মাসে বসনিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবলে পা রেখেছিলেন। একই প্রতিপক্ষকে আবার সামনে পেয়ে করেছেন নিজের প্রথম গোল। ম্যাচে ৩৭তম মিনিটে আর্সেনাল ফরোয়ার্ড কাই হাভার্টজ আরেকটি গোল করলে জার্মানি ৩-০ ব্যবধান নিয়ে বিরতিতে যায়। দ্বিতীয়ার্ধে ৫০ ও ৫৭ মিনিটে টানা দুটি গোল করেন বায়ার লেভারকুসেনে খেলা অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার ফ্লোরিয়ান ভির্ৎস। ম্যাচের স্কোরলাইন ৬-০ হয় ৬৬ মিনিটে লেরয় সানের গোলে। আর ক্লেইনডিয়েনস্ট ৭-০ করেন ৭৯তম মিনিটে।
উয়েফা নেশনস লিগের ৬ বছরের ইতিহাসে কোনো দল ৭ গোল করল এই প্রথম। বড় এই জয়ের ফলে গ্রুপ এ৩-এ ১৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থান নিশ্চিত করেছে জার্মানি। দ্বিতীয় স্থানে থাকা নেদারল্যান্ডস ৫ পয়েন্ট পেছনে। দলের এমন পারফরম্যান্সের পর স্বাভাবিকভাবেই বেশ খুশি কোচ ইউলিয়ান নাগলমান। র‍্যাঙ্কিংয়ের ৭৪ নম্বরে থাকা রক্ষণে বেশি মনোযোগী দলের বিপক্ষে বড় জয়ের প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, 'ম্যাচে আমাদের কেউ চোটে পড়েনি। আমাদের প্রতি আক্রমণও ছিল অসাধারণ মানের। আর রক্ষণে পড়ে থাকে এমন দলের বিপক্ষের ৭ গোলও বলার মতো অর্জন।' গ্রুপ পর্বে জার্মানির পরের ম্যাচ মঙ্গলবার রাতে হাঙ্গেরির বিপক্ষে।

৪৩৯ রান, ৩২ ছক্কার ম্যাচে জয়ী পুরানরা

আপনজন ডেস্ক: দুই দল মিলে রান তুলল ৪৩৯। ছক্কা মারল সমান ১৬টি করে মোট ৩২টি। সেন্ট লুসিয়ায় গত রাতে রান ও ছক্কা উৎসবের ম্যাচটি জিতেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সিরিজের চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে ইংল্যান্ডের দেওয়া ২১৯ রানের লক্ষ্য ৬ বল আর ৫ উইকেট হাতে রেখে টপকে গেছে ক্যারিবীয়রা। পাঁচ ম্যাচের প্রথম তিনটিতে জিতে এরই মধ্যে সিরিজ নিজেদের করে নিয়েছে ইংল্যান্ড। নিয়মরক্ষার শেষ দুই ম্যাচের একটিতে জিতে কাল ব্যবধান কমিয়ে ৩-১ করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সিরিজের শেষ ম্যাচ আজ রাতে সেন্ট লুসিয়াতেই। বড় লক্ষ্য তাড়া করার কাজটা সহজ করে দেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের দুই ওপেনার শাই হোপ ও এভিন লুইস। দুজন ৫৫ বলে ১৩৬ রানের জুটি গড়েন। তাঁদের স্ট্রাইক রেটও ছিল ২০০-এর বেশি। বড় শট খেলায় পারদর্শী লুইস বেশি ছক্কা মারবেন, সেটাই স্বাভাবিক। ৭ ছক্কা ও ৪ চারে তিনি ৩১ বলে করেন ৬৮ রান। হোপ ৩ ছক্কা ও ৭ চারে করেছেন ২৪ বলে ৫৪। ১৩৬ রানে প্রথম উইকেট হারানো ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওই একই রানে হারায় আরও ২ উইকেট। রেহান আহমেদের ওভারের প্রথম বলে লুইস আউট হওয়ার পর দ্বিতীয় বলে হোপ হন রান আউট। ওভারের তৃতীয় বলে বোল্ড হন নিকোলাস পুরান। তাতে হয়ে যায় হ্যাটট্রিক। যদিও সেটা বোলার রেহানের নয়, দলীয়। টানা ৩ বলে ৩ উইকেট হারানোর পরও রান তাড়া করতে খুব বেশি সমস্যা হয়নি ওয়েস্ট ইন্ডিজের। ২৩ বলে ৩৮ রান করেন অধিনায়ক রোভম্যান পাওয়েল। ১৭ বলে ২৯ রানে অপরাজিত থাকেন শেরফান রাদারফোর্ড। ইংল্যান্ডের বড় সংগ্রহের পেছনেও দলটির ওপেনারদের অবদান ছিল। টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নামা ইংল্যান্ড ওপেনিং জুটিতে তোলে ৩০ বলে ৫৪। ফিল্ট সল্ট খেলেন ৩৫ বলে ৫৫ রানের ইনিংস। ১২ বলে ২৫ করেছেন উইল জ্যাকস।
আইপিএলের নিলামে ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক পাওয়েলের মতো ঠিক ২৩ বলেই ৩৮ রান করেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক বাটলার। এই সিরিজের প্রথম ম্যাচে ফিফটি পাওয়া জ্যাকব বেথেলও কালও পেয়েছেন ফিফটি। ৩২ বলে ৬২ রান করে ছিলেন অপরাজিত। স্যাম কারেন ১৩ বলে ২৪ রানে অপরাজিত থাকেন। এরপরও ইংল্যান্ডের রান জয়ের জন্য যথেষ্ট হয়নি।

সংক্ষিপ্ত স্কোর:
ইংল্যান্ড: ২০ ওভারে ২১৮/৫ (সল্ট ৫৫, বেথেল ৬২; মোতি ২/৪০, জোসেফ ১/৩৩)।
ওয়েস্ট ইন্ডিজ: ১৯ ওভারে ২২১/৫ (লুইস ৬৮, হোপ ৫৪; রেহান ৩/৪৩, টার্নার ১/৪২)।
ফল: ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৫ উইকেটে জয়ী।
ম্যান অব দ্য ম্যাচ: শাই হোপ।
সিরিজ: ৫ ম্যাচের সিরিজে ইংল্যান্ড ৩-১ ব্যবধানে এগিয়ে।

পরের ফ্লাইটেই অস্ট্রেলিয়া পাঠিয়ে দেওয়া উচিত শামিকে: সৌরভ

আপনজন ডেস্ক: পরের ফ্লাইটেই অস্ট্রেলিয়া পাঠিয়ে দেওয়া উচিত মহম্মদ শামিকে। এমনটাই মনে করেন বিসিসিআই-এর প্রাক্তন সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। রঞ্জি ট্রফির ম্যাচে মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে দারুণ ছন্দে ছিলেন এই জোরে বোলার। ২০২৩ বিশ্বকাপের পর আর খেলতে পারেননি। চোটের জন্য কেটে গিয়েছে প্রায় একটা গোটা বছর। তারপর ফের ফেরত এসেছেন স্বমহিমায়। তবে তিনি এতদিন ফিট না থাকায় অস্ট্রেলিয়া সফরে তাঁর জায়গা হয়নি।
বিশেষজ্ঞদের অনেকেই মনে করছেন, শামির অস্ট্রেলিয়া যাওয়া উচিত। সৌরভ বলেন, 'পরের বিমানেই শামিকে অস্ট্রেলিয়া পাঠানো হোক। ওকে মুস্তাক আলি খেলে আসতে হবে না। পারথে খেলার সুযোগ না পেলেও দলের সঙ্গে থাকুক নেটে বল করুক। আর তৈরি হতে থাকুক।' জসপ্রীত বুমরার সঙ্গে মহম্মদ সিরাজের জুটি ফাস্ট বোলিং-এর ভরসা। এর সঙ্গে শামি জুড়ে গেলে সেই আক্রমণ যে আরও ধারাল হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এমনটাই মনে করেন সৌরভ।
মহারাজ বলেন, 'জসপ্রীত বুমরার সঙ্গে শামি আর মহম্মদ সিরাজের জুটি ফাস্ট বোলিংকে আরও ধারাল করবে। শামি না থাকলে কিছুটা হলেও ক্ষতি হবে। তবে ফাস্ট বোলারদের এমন হয়। চোট লাগে আর এ নিয়ে কিছু বলার নেই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওকে অস্ট্রেলিয়া পাঠানো হোক।' বাংলার হয়ে শামি ২ ইনিংস জুড়ে ৭ উইকেট নিয়েছেন এবং ৩৬ বলে একটি গুরুত্বপূর্ণ ৩৭ রানের ইনিংস খেলেছেন। শিগগিরই এই পেসারকে অস্ট্রেলিয়ায় পাঠানো হতে পারে বলে জানা গিয়েছে। অস্ট্রেলিয়ায় শামির দারুণ রেকর্ড রয়েছে কারণ তিনি ৮ ম্যাচে ৩১ উইকেট নিয়েছেন। শামির গড় ৩২.১৬।

কোহলি-রোহিতের চেয়ে ভারতের বড় দুশ্চিন্তার নাম গম্ভীর, বললেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক

আপনজন ডেস্ক: শুরুটা করেছিলেন গৌতম গম্ভীর। রিকি পন্টিং দিয়েছিলেন কড়া জবাব। তবে লড়াইটা বোধ হয় শিগগিরই শেষ হচ্ছে না। এবার ভারত কোচকে খোঁচা দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক টিম পেইন। বলেছেন, বিরাট কোহলি বা রোহিত শর্মা নন, ভারতের কোনো দুশ্চিন্তা থেকে থাকলে সেটা কোচ গম্ভীর।
ভারতের কোচ হিসেবে গম্ভীরকে যথেষ্ট উপযুক্তও মনে করেন না অস্ট্রেলিয়াকে ২৩ টেস্টে নেতৃত্ব দেওয়া পেইন। বরং এগিয়ে রাখেন সাবেক কোচ ও ধারাভাষ্যকার রবি শাস্ত্রীকে।
পুরো ঘটনার সূত্রপাত 'আইসিসি রিভিউ'তে দেওয়া পন্টিংয়ের কিছু মতামত। যেখানে কোহলির বাজে ফর্মের প্রসঙ্গ তুলে অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক বলেছিলেন, তাঁর ফর্ম উদ্বেগজনক। গত ১১ নভেম্বর ভারত ক্রিকেট দল অস্ট্রেলিয়ায় রওনা হওয়ার আগে গম্ভীরের সংবাদ সম্মেলনে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেন এক সাংবাদিক। গম্ভীর তখন 'ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ে পন্টিংয়ের মাথাব্যথা কেন' বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। যার প্রতিক্রিয়ায় পন্টিং বলেন, 'গৌতম গম্ভীরকে যতটা জানি...সে বেশ রগচটা। তাই তার কাছ থেকে এমন উত্তরে আমি অবাক হইনি।'
অস্ট্রেলিয়ার এসইএন-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পন্টিংয়ের মতামতে গম্ভীরের প্রতিক্রিয়া নিয়ে পেইন বলেন, 'ওটা আমার ভালো লাগেনি। এটা ভালো কোনো উদাহরণ নয়। কারণ, পন্টিং শুধু সাধারণ একটা প্রশ্ন করেছিল। আমার মনে হয় সে (গম্ভীর) পন্টিংকে এখনো খেলোয়াড়ের মতো প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখছে। কিন্তু রিকি এখন ধারাভাষ্যকার। মতামত দেওয়ার জন্য তাঁকে টাকা দেওয়া হয়। আর মতামত যেটা দিয়েছে, সেটা সঠিকও।'
কোহলি যে বর্তমানে সেরা ছন্দে নেই, তা পেইনও মনে করেন। তবে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে নামার আগে ভারতের দুশ্চিন্তা কোহলি বা রোহিত নন বলেও মনে করেন পেইন। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য এ রকম, 'বিরাট কিছুটা নড়বড়ে অবস্থায় আছে। এটা অবশ্যই ভাবার বিষয়। তবে আমার চোখে ভারতের এ মুহূর্তের বড় দুশ্চিন্তা রোহিত শর্মা বা বিরাট কোহলির ব্যাটিং নয়। বড় দুশ্চিন্তা তাদের কোচ এবং চাপের মুখে তার শান্ত থাকার সামর্থ্য আছে কি না, সেটা।'
ভারত এবারের আগে অস্ট্রেলিয়ায় সর্বশেষ যে দুবার সফর করে গেছে, দুবারই টেস্ট সিরিজ জিতেছে। সেই সফর দুটিতে কোচের দায়িত্বে থাকা রবি শাস্ত্রীর প্রশংসা করে পেইন বলেন, 'তিনি একটা দারুণ পরিবেশ তৈরি করেছিলেন। খেলোয়াড়দের মধ্যে দম ছিল, আবেগ ছিল। তিনি বেশ খেলোয়াড়দের উদ্দীপিত করতে পারতেন, স্বপ্ন দেখাতে পারতেন।'
এরপর গম্ভীরের প্রসঙ্গে পেইন বলেন, 'ভারত এমন একজন নতুন কোচের দ্বারস্থ হলো, যিনি সত্যিই খিটখিটে মেজাজের। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে এটা ভালো ব্যাপার নয়। তবে আমার উদ্বেগের জায়গা হচ্ছে, এটা সত্যিই ভারতীয় ক্রিকেট দলের জন্য উপযুক্ত নয়।'
অস্ট্রেলিয়া-ভারত পাঁচ টেস্টের বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফি শুরু হবে ২২ নভেম্বর পার্থ টেস্ট দিয়ে।

পার্থে রোহিতকে পাচ্ছে না ভারত, গিলও অনিশ্চিত

আপনজন ডেস্ক: চোট কোথায়, তা জানানো হয়নি। তবে বিরাট কোহলির চোট আছে। চোট পেয়েছেন লোকেশ রাহুলও। আর সন্তানের জন্মের সময় পাশে থাকা রোহিত শর্মা এখনো অস্ট্রেলিয়ায় যাননি। সন্তানের জন্ম হয়ে গেলেও স্ত্রী ও নবজাতকের পাশে থাকার জন্য প্রথম টেস্টে থাকছেন না রোহিত।
পার্থ টেস্টে ভারত অধিনায়কের না থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ক্রিকেট পোর্টাল ক্রিকইনফো। এ ছাড়া বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফি শুরুর আগে এর মধ্যেই আরেকটি বড় ধাক্কা খেয়েছে ভারত দল। চোটে পড়েছেন আরেক টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান শুবমান গিলও।
আগামী শুক্রবার পার্থ টেস্ট দিয়ে শুরু হবে পাঁচ ম্যাচের ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজ। এর আগে পার্থে রুদ্ধদ্বার অনুশীলন করছে ভারত। সেখানেই ফিল্ডিং করতে গিয়ে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে চোট পেয়েছেন গিল। দলের বিভিন্ন সূত্রের বরাত দিয়ে খবরটি দিয়েছে ভারতের দৈনিক টাইমস অব ইন্ডিয়া। তবে সংবাদ সংস্থা রয়টার্সকে এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি ভারতের টিম ম্যানেজমেন্ট।
গিল যদি চোটের কারণে শেষ পর্যন্ত পার্থ টেস্টে না-ই খেলতে পারেন, টপ অর্ডারের ব্যাটিং নিয়ে সমস্যায় পড়তে হতে পারে ভারতের।
রোহিত বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফির প্রথম ম্যাচ খেলবেন কি না, তা এখনো নিশ্চিত নয়।
ক্যারিয়ারের প্রথম দিকে টেস্টে ইনিংস ওপেন করলেও গত বছরের মাঝামাঝি সময় থেকে গিল তিন নম্বরেই ব্যাটিং করছেন। রোহিতের সঙ্গে ব্যাটিং ওপেন করছেন মূলত যশস্বী জয়সোয়াল। টপ অর্ডারের আরেক ব্যাটসম্যান রাহুলও গতকাল কনুইয়ের চোট নিয়ে মাঠ ছেড়েছেন। ইন্ট্রা-স্কোয়াড ম্যাচ খেলার সময় প্রসিধ কৃষ্ণার বল লেগেছে তাঁর কনুইয়ে।
ইএসপিএনক্রিকইনফোর খবর, ভারত 'এ' দলের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়া দেবদূত পাড়িক্কালকে থেকে যেতে বলেছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। তবে কোহলিকে নিয়ে দুশ্চিন্তা কম বলেই খবর দিয়েছে টাইমস অব ইন্ডিয়া। চোটের কারণে স্ক্যান করানো হলেও তিনি আজ দলের সবার সঙ্গে অনুশীলনে অংশ নিয়েছেন।

মালয়েশিয়ার সঙ্গে ভারতের প্রীতি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে আজ

মারুফা খাতুন

আপনজন: মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের আসন্ন ম্যাচের আগে, প্রধান কোচ মানোলো মার্কেজ এবং ফরোয়ার্ড এডমন্ড লালরিন্দিকা প্রাক-ম্যাচ সংবাদ সম্মেলনে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করলেন। প্রধান কোচ মানোলো মার্কেজ দলের অগ্রগতি প্রকাশ করতে এবং তার নেতৃত্বে তাদের প্রথম জয় নিশ্চিত করার জন্য উৎসাহ প্রদর্শন করেন। তিনি বলেন, দীর্ঘ সময় ধরে জয় না পেলেও আমরা নিশ্চিতভাবে শীর্ষে উঠে আসার আশা রাখি। যদিও একটি আনুষ্ঠানিক খেলাটি জিতে আমাদের প্রশিক্ষণ সেশনে আমরা যে অগ্রগতি করেছি তা প্রদর্শন করতে চাই। প্রশিক্ষণ সেশন চমৎকার হয়েছে, এবং সমস্ত খেলোয়াড় কোচের প্রত্যাশা উপলব্ধি করেছে। এই দলের প্রতি আমার বিশ্বাস আছে এবং আমরা খেলার জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছি। তিনি আরও বলেন, আমরা আশা করি এটি আমাদের জন্য একটি অনুকূল ফলাফল হবে। মার্কেজ প্রীতি ম্যাচে শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে খেলার তাৎপর্যের উপর জোর দেন এবং উল্লেখ করেন যে ফিফা র‍্যাঙ্কিং সবসময় প্রতিপক্ষের মান নির্ধারণে নির্ভরযোগ্য নয়। শুধুমাত্র দুর্বল দলের বিপক্ষে খেলা আমাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর বিকল্প নয়। মালয়েশিয়ার বিপক্ষে এই ম্যাচটি আমাদের বর্তমান অবস্থান নির্দেশ করবে। আমার বিশ্বাস আগের কোচ ভালো পারফর্ম করেছে। পাঁচটি মরসুমের জন্য একটি দেশে থাকা একটি চ্যালেঞ্জ, এবং সমস্ত কোচ চড়াই উতরাই অনুভব করেন। আমরা আমাদের কাজের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং উপযুক্ত দল খুঁজে বের করার জন্য সময় চাই। আমার বর্তমানে কাজের চাপ বেড়েছে, তবে, আমি একাগ্র এবং নিবেদিত থাকি। যখন আমরা বিজয় অর্জন করতে ব্যর্থ হই তখন সমালোচনা প্রত্যাশিত, কারণ এটি কাজের একটি স্বাভাবিক অংশ। দলের উন্নতির ক্ষেত্র সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে, কোচ উল্লেখ করেছেন যে তাদের আক্রমণ, প্রতিরক্ষা, ট্রানজিশন এবং সেট পিস সহ সমস্ত দিক উন্নত করতে হবে। ফুটবল এমন একটি খেলা যেখানে ত্রুটি ঘটে এবং কম ভুলের দলটি প্রায়শই বিজয়ী হয়। মার্কেজ শিবিরে একটি শক্তিশালী পরিবেশ অনুভব করেন, সর্বদা মনোযোগী থাকার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। এটি চূড়ান্ত ফিফা উইন্ডো হওয়া সত্ত্বেও, খেলোয়াড়রা অত্যন্ত মনোযোগী এবং আসন্ন খেলার জন্য প্রস্তুত থাকে। আমাদের প্রশিক্ষণ সেশন চমৎকার হয়েছে, এবং আমরা অত্যন্ত অনুপ্রাণিত। আই-লিগ থেকে একমাত্র খেলোয়াড় হওয়ার দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে, এডমন্ড এই বলে উত্তর দিয়েছিলেন যে আপনি আই-লিগ বা আইএসএল থেকে আসুক না কেন, আপনার দেশের প্রতিনিধিত্ব করা সর্বদা একটি বিশেষাধিকার। আমি আমার দেশের জন্য আমার সব কিছু দিতে বিশ্বাস করি, এই আশায় যে আমার প্রচেষ্টা কোচকে আই-লিগ থেকে আরও খেলোয়াড় নির্বাচন করার বিষয়ে চিন্তা করতে অনুপ্রাণিত করবে।

ঝাড়গ্রামের অনিমেষ রায়ের স্বর্ণপদক জয়ে অভিনন্দন জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: বঙ্গের মাটিতে সাফল্য এল জঙ্গলমহলের হাত ধরে।গুজরাটে অনুষ্ঠিত ৬৮ তম ন্যাশনাল স্কুল গেমস ২০২৪ এর অনূর্ধ্ব ১৯ বিভাগে ইন্ডিয়া রাউন্ড ইভেন্টে ঝাড়গ্রামের বেঙ্গল আর্চারি একাডেমির তীরন্দাজ অনিমেষ রায় সোনার পদক জয় করেছে। এই জয়কে ও সাফল্যকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী তার এক্স হ্যান্ডেলে অনিমেষের মত বাংলার প্রতিভাবান তরুণ-তরুণীদের খেলাধুলার সুযোগ করে দিতে ঝাড় গ্রামের আর্চারি একাডেমি সহ বাংলা বিভিন্ন জায়গায় ফুটবল ব্যাডমিন্টন টেনিস সাঁতার ইত্যাদির জন্য মোট আটটি একাডেমি তার নেতৃত্বাধীন সরকার তৈরি করেছে বলে উল্লেখ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন এটা আমার গর্ব একদিন এইসব জায়গা থেকে বাংলার ছেলেমেয়েরা অলিম্পিকে যাবে। দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে। এই প্রত্যাশা আমি রাখি। এর পাশাপাশি বেঙ্গলআর্চারি একাডেমির ছাত্র অনিমেষ রায় কে স্বর্ণপদক জয়ের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাজ্যের ক্রীড়া মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। তিনি বলেন বেঙ্গল আর্চারি একাডেমির ছাত্র অনিমেষ রায়ের এই সাফল্য প্রমাণ করে দেয় রাজ্য সরকার পরিচালিত এই একাডেমি সঠিক লক্ষে এগিয়ে চলেছে। ভবিষ্যতে এখান থেকে আরো অনেক ছাত্র-ছাত্রীরা বাংলা তথা দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন রাজ্যের ক্রীড়া মন্ত্রী। জঙ্গলমহলের অনিমেষ রায়ের এই সাফল্য গোটা বাংলার মুখকে উজ্জ্বল করায় গর্বিত হল বঙ্গের মাটি।

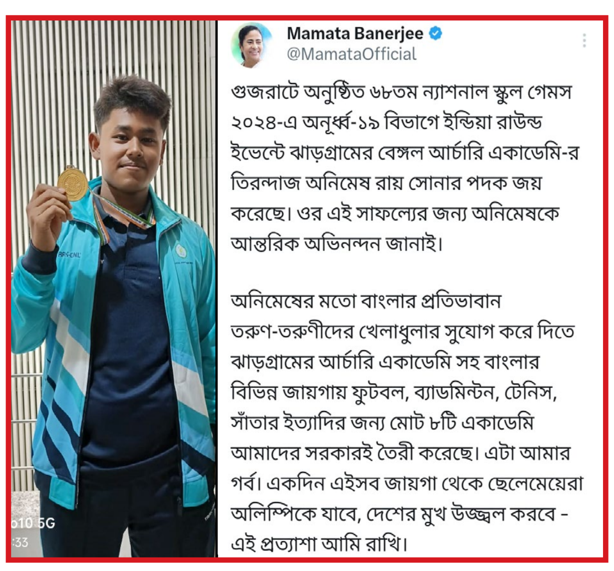

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**